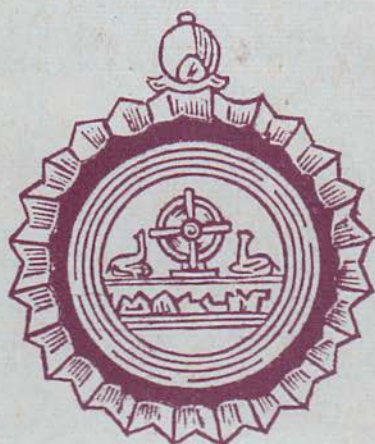


নমঃ ত্রিপুরায়

বুদ্ধের জীবনী ও বাণী

।। কীর্তন ।।



প্রচারক

শ্রী সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া

বৌদ্ধ সঙ্গীত বিশারদ

প্রণীত ।



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalmoy Bhante

উৎসর্গ

অর্ଗগত পিতৃদেবের চরଣ কমলେ ।

অশ্রম জ্ঞান

“সুধীর”

১লা অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ বাংলা ।

১ম প্রকাশক :-

শ্রী কাঞ্চন কান্তি বড়ুয়া,
পিতা- স্বর্গীয় সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া,
গ্রাম ও পোঃ মহামুনি পাহাড়তলী,
থানা-রাউজান, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থসত্ত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রাপ্তি স্থান :-

□ ইন্ডেন্টস্ লাইব্রেরী

প্রোঃ ছোটন বড়ুয়া,
তবলছড়ি বাজার,
রাস্কামাটি, পার্বত্য জেলা।

□ প্রতিভা লাইব্রেরী/মুনমুন প্রকাশনী

দীঘিনালা,
খাগড়াছড়ি, পার্বত্য জেলা।

□ সত্যেন্দ্র লাল দেওয়ান

পাবলাখালী,
দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।

□ স্বপন কুমার বড়ুয়া

সারদা নিলয়,
৩১৬ মোগলটুলী (বড়ুয়া পাড়া)
চট্টগ্রাম। ফোন- ৭২৮০৩১

□ নালন্দা

(জেনারেল হাসপাতাল গেইটের বিপরীতে)
অভিজাত পুস্তক বিপনী
১৬৫, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

□ ছাত্র বন্ধু লাইব্রেরী

বান্দরবান সদর,
বান্দরবান।

□ অঞ্জন বড়ুয়া (বুঁনু)

সহকারী শিক্ষক,
মহামুনি এ্যাংলো পালি উচ্চ বিদ্যালয়,
মহামুনি, রাউজান, চট্টগ্রাম।

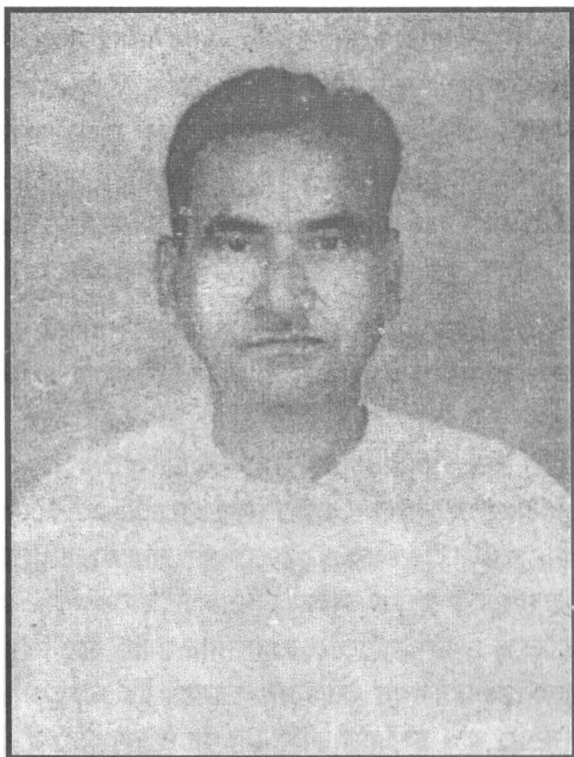
□ পূর্ণিমা শিপিং কর্পোরেশন

জানে আলম সওদাগর বিন্ডিং
১১৩, শেখ মুজিব সড়ক
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
প্রোপ্রাইটর : প্রদীপ কুমার মুৎসুদ্দী (নজু)
ফোন : ৭১৩০২৩, ০১৭-৩২৬৬৬৩

প্রথম মুদ্রণ : ২৫১০ বুদ্ধাব্দ, ১৯৬৬ ইংরেজী।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২৫৪৬ বুদ্ধাব্দ, ২০০২ ইংরেজী।

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫৭.০০ (সাতান্ন) টাকা মাত্র।



শ্রী সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া

বৌদ্ধ সঙ্গীত বিশারদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

চট্টল বৌদ্ধ সমাজের সর্বগ্রন্থগণ্য পণ্ডিত বহু শাস্ত্রবিদ বাগ্মী প্রবর স্বর্গগত গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় সর্বপ্রথম বুদ্ধ কীর্তন রচনা করে সমাজের কীর্তন গায়কদের মনে প্রেরণা জাগিয়ে দেন। কীর্তন গানের প্রতি আমার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকায় ছোট বেলা হতে এই প্রেরণা আমার মনকে প্রভাবান্বিত করে তোলে। অবশেষে আমি বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক সংগ্রহ করে, কোন পুস্তক হতে ভাষা, কোন পুস্তক হতে ভাব, রস ইত্যাদি গ্রহণ করতঃ কীর্তন রচনা করে শ্রদ্ধেয় গোবিন্দ বাবুর দ্বারা পাণ্ডুলিপি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। তাঁহার এই পূণ্যময় দান আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়নের সাধু প্রচেষ্টা ফলবতী হওয়ার হেতু হউক এই আমার প্রার্থনা।

ইতিমধ্যে আমার পরমারাধ্য শিক্ষাগুরু পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত মোহন চন্দ্র বড়ুয়া বি, এ, মহোদয় আমার উৎসাহ দেখে কীর্তন রচনা করে, নাট্যকারে ঢপ যাত্রা ও পালা কীর্তন ইত্যাদি আকারে পরিণত করে সমাজে পরিবেশন করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। আমি তাঁহার এই উৎসাহে প্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন গ্রামের শুধু গ্রামের কেন বৌদ্ধ সমাজের সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় উপেন বাবু, মহিম বাবু, তারক বাবু, বিনোদ বাবু ও রেডিও আর্টিষ্ট সুরেন বাবু ও গ্রামের বিশিষ্ট গায়ক ও বাদকদের নিয়ে বৌদ্ধ সঙ্গীত সমাজ গঠন করতঃ সমগ্র চট্টগ্রাম ও পার্বর্ত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রাম সমূহে কৃতিত্বের সহিত বুদ্ধের জীবনী ও বাণী প্রচার করতে যত্নবান হই। আমার প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বড়ুয়া সমাজের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির পক্ষ থেকে আমাকে বৌদ্ধ সঙ্গীত বিশারদ উপাধি দানে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখেন।

স্বর্গতঃ সংঘনাযক অগ্রসার মহাস্থবির, ধর্ম্মানন্দ মহাস্থবির, ধর্ম্মালোক ভিক্ষু ও ঢাকা কমলাপুর ধর্ম্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, মহামুনি সংঘরাজ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির ও ভিক্ষু বিবেকানন্দ প্রমুখ চট্টগ্রামের ভিক্ষু সংঘ, স্বর্গতঃ বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদী ও উমেশ চন্দ্র মুৎসুদী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কীর্তনাকারে বুদ্ধের জীবনী ও বাণী প্রচারের জন্য আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন তজ্জন্য তাঁদের কাছে আমি চির ঋণী।

এই বহি ছাপানোর জন্য পার্বর্ত্য চট্টগ্রাম ভিক্ষু সমিতির সভাপতি রাজগুরু

শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির, মায়নী দশবল বৌদ্ধ রাজ বিহার ও পালি টোলের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবির প্রমুখ ভিক্ষু সংঘ ও পার্ৱত্য চট্টগ্রামের স্বনামধন্য নেতা শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুত কামিনী মোহন দেওয়ান, শ্রীযুত হেমন্ত প্রসাদ তালুকদার ও শ্রীযুত তুষ্টমনি চাকমা প্রমুখ বহু বিশিষ্ট হেডম্যান ও কার্ৱারি মহোদয়গণ আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ । বৌদ্ধ সমাজের প্রতিটি গ্রামে কীর্তনাকারে বুদ্ধের জীবনী ও বাণী প্রাচারিত হউক এই আমার কামনা । আমার বহুদিনের সংকল্প ফলবতী করার অভিপ্রায়ে এই ক্ষুদ্র ধর্মগ্রন্থ পালা কীর্তনাকারে ছাপানো হল । আমি পণ্ডিত ও নই শিক্ষিতও নই কাজেই ব্যবহৃত ভাষা বর্তমান রুচি সম্মত হয় কিনা সন্দেহ, তবে গানগুলি পূর্বের নিয়মেই লিপিবদ্ধ করা হল । আগ্রহশীল কোন ধর্মপ্রাণ গায়ক আধুনিক রুচিসম্মত ভাষা, ভাব, রস ও সুর দানে গান করলে নিজের অর্থব্যয় ও শ্রম সার্থক মনে করব । এই গ্রন্থ প্রণয়নে স্নেহ প্রতিম শ্রীকল্যান মিত্র বড়ুয়া ও শ্রীরবি কুমার বড়ুয়া ভুল ত্রুটি সংশোধন ও প্রেসের প্রুফ সংশোধন করে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন তজ্জন্য তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করছি ।

পরিশেষে যে সকল সদাশয় ধর্মপ্রাণ মহোদয়গণ আমাকে কায়মনোবাক্যে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন, যে সকল পুস্তক অবলম্বনে এই বই রচিত হয়েছে সে সকল পুস্তকের গ্রন্থকার এবং আমার কীর্তন পার্টির যারা পরলোকে তাদের আত্মার সদগতি কামনা করি. যারা বর্তমান আছেন তাদের আমার অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি ।

এই ক্ষুদ্র বহিটির দ্বারা সমাজের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন হউক এবং এই পুণ্যময় কল্যাণ প্রভাব আমার নির্ৱাণ লাভের হেতু হউক । এই আমার প্রার্থনা ।

“সকল সত্তা সুখিতা হস্তো”

বিনীত
সুধীর

প্রকাশকের কথা

কীর্তন আকারে “বুদ্ধের জীবনী ও বাণী” (বিশেষ করে সিদ্ধার্থের জন্ম থেকে গৃহত্যাগ) নামক বইটি শ্রদ্ধেয় পিতামহ স্বর্গীয় বাবু সুধীর রঞ্জন বড়ুয়ার এক মূল্যবান অবদান। তিনি এ বইখানা সংকলন করে সমগ্র বৌদ্ধ জাতির শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। বইটি নর্তমান সময়ে দুঃপ্রাপ্যতা বশত বহু শ্রদ্ধাবান কীর্তন গায়ক তথা দায়ক-দায়িকা বুদ্ধের জন্ম থেকে গৃহ ত্যাগ সম্বন্ধে জানতে পারছেন না। তাই উক্ত কীর্তন বই খানির দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশের মাধ্যমে স্বধর্ম প্রাণ বৌদ্ধ নর নারীগণের নিকট অর্পন করতে উদ্যোগ নিয়েছি। পরিশেষে এই বইখানী পুনঃ প্রকাশের জন্য আমাদের উৎসাহ প্রদান করায় মাইনী ভিক্ষু সংঘ, পাবলাখালী শান্তিপুর চাক্মা কীর্তনীয়া দল, শালবন বৌদ্ধ যুব পরিষদের সকল সদস্যদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও বইটির পুনঃ মুদ্রণে বিভিন্ন শব্দাবলীর বানান শুদ্ধিকরণ সহ সার্বিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য রাউজান থানার মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামের বিশিষ্ট কীর্তন গায়ক ও সমাজসেবক বাবু প্রদীপ কুমার মুৎসুদী নজুর এবং বাবু স্বপন কুমার বড়ুয়া’র প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

ইতি-

আশীষ বরন বড়ুয়া

ও

সুজিত বরন বড়ুয়া

পীং কাঞ্চন কান্তি বড়ুয়া

বোয়ালখালী, দীঘিনালা,

খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

।। স্তোত্র ।।

(১)

এস দয়াময়ে পূজি ভকতি কুসুম লইয়ে ।
হৃদয়ে হৃদয়ে এসরে মিলায়ে পড়ি তারপদে লুটায়ে॥
দয়াময় তিনি দয়ার আলয়
বিপদের বন্ধু সম্পদ আশ্রয়
শুভ আশীর্বাদ মাগিগে সবাই নব প্রেমভুষা পরিয়ে ॥
সূর্য্য-রশ্মি কিংবা বিমল চন্দ্রিকা
নারে আলোকিতে হৃদয় কণিকা
পারে শুধু তার কৃপালোকে একা আলোকিতে হৃদি আলয়ে॥
এ আশীর্বাদ কর হৃদয় রঞ্জন
সহাস্য আননে করিব গমন
পাই যেন মোরা শান্তিনিকেতন যাব যবে ভব ত্যজিয়ে ॥

(২)

নমঃ নমঃ দয়াময় বুদ্ধ ভগবান
অহিংসা প্রচারীতে জন্ম লহ অবনীতে
দয়া অবতার প্রভু করুণা নিদান ॥
জরা-ব্যাধি ভরা মৃত্যু দুঃখ হতে
মুক্ত কর আসি পতিত পাবন॥
কর্ম রূপে ধর্ম শেখাতে জগতে
দেখাতে মানবে সুখময় নিৰ্ব্বাণ ॥

।। বুদ্ধ বন্দনা ।।

নমো নমো বুদ্ধাঙ্কুর বোধিজ্ঞান সাধনম্ ।
 অহিংসা পরম ধর্ম করিতে প্রচারনম্ ।।
 নিকর্ষণ লাভ-হেতু বহু জন্ম ধারিন্ ।
 জন্ম-জরা ব্যাধি-মৃত্যু ভবে লয় কারিন্ ।।
 মধ্যপথ অবলম্বি মুক্তিপথ দর্শিন ।
 জন্ম-জরা শোক-তাপে শান্তি বারি বর্ষণ ।।
 কৃপা কুরু লোক-গুরু জীব ক্লেশ হরণ ।
 নমস্তে শ্রীবুদ্ধদেব দেহিপদ শরণ ।।
 নমোতস্ ভগবত অরহত আর ।
 সম্যক্ সম্বুদ্ধ-পদে প্রণতি আমার ।।
 ভগবান অরহত তিনি এ-কারণ ।
 সম্যক সম্বুদ্ধ-পূর্ণ বিদ্যা আচরণ ।।
 সুগত ও লোকবিদ আর অনুত্তর ।
 সারথি পুরুষদম্য ত্রিলোক ভাস্কর ।।
 দেব নর গুরু তিনি বুদ্ধ ভগবান ।
 স্মরি তার গুণনীতি বন্দি শ্রীচরণ ।।
 নিকর্ষণ অবধি আমি বুদ্ধের শরণে ।
 গমন করিনু এবে ভক্তিয়ুত মনে ।।
 অতীত ও অনাগত যত বুদ্ধগণ ।
 বর্তমান বুদ্ধসহ বন্দি সর্ববক্ষণ ।।
 বুদ্ধই শরণ শ্রেষ্ঠ অন্য নাহি আর ।
 এ-সত্যে মঙ্গলজয় হউক আমার ।
 বরুণ্ডম পদরজঃ বন্দি নতশির ।
 ভুল মোর দোষ মোর ক্ষম বুদ্ধবীর ।।

।। ধর্ম বন্দনা ।।

সু-ব্যাখাত ধর্ম এই বুদ্ধ সুভাষিত ।
 সন্দিষ্টক অকালিক সাধু প্রসংশিত ।।
 আসিয়া দেখার যোগ্য নির্বাণ করণি ।
 জ্ঞানীগণ বেদিতব্য মুক্তির সরণি ।।
 নির্বাণ অবধি আমি ধর্মের শরণে ।
 গমন করিনু এবে ভক্তিযুত মনে ।।
 অতীত ও অনাগত ধর্ম আছে যত ।
 বর্তমান ধর্মসহ বন্দি অবিরত ।।
 ধর্মই শরণ শ্রেষ্ঠ অন্য নাহি আর ।
 এ সত্যে মঙ্গলজয় হউক আমার ।।
 নমি আমি নতশিরে ত্রিবিধ ধর্মেরে ।
 ভুল মোর দোষ মোর ক্ষম কৃপা করে ।।

।। সংঘ বন্দনা ।।

সু-মার্গে সুপ্রতিপন্ন বুদ্ধ শিষ্যগণ ।
 ঋজু আর্য্য অষ্টমার্গে পতিত চরণ ।।
 ন্যায়পন্থি শ্রীবুদ্ধের শ্রাবক সকল ।
 সমীচীন পথি তারা অতীব সরল ।।
 এই যে যুগল চারি অষ্ট আর্য্যনর ।
 মার্গস্থ ফলস্থ ভেদে নির্বাণ দোসর ।।
 আহ্‌বান ও দানের যোগ্য উপনীত দান ।
 পাইবার যোগ্যপাত্র দক্ষিণা মহান ।।
 ভক্তির অঞ্জলিযোগ্য পুণ্যক্ষেত্র সার ।
 ইহা ভিন্ন মানবের কিবা আছে আর ।।
 নির্বাণ অবধি আমি সংঘের শরণে ।
 গমন করিনু এবে ভক্তিযুত মনে ।।
 অতীত ও অনাগত যত সংঘগণ ।

বর্তমান সংঘসহ বন্দি সর্বক্ষণ ।।
 সংঘই শরণ শ্রেষ্ঠ অন্য নাহি আর ।
 এ সত্যে মঙ্গলজয় হউক আমার ।।
 বন্দি আমি নতশিরে দ্বিবিধ সংঘেরে ।
 ভুল মোর দোষ মোর ক্ষম কৃপা করে ।।
 জীবের নিস্তার লাগি জীবদুঃখ হারি ।
 ভূতলে প্রকাশ হন বুদ্ধরূপ ধরি ।।

জন্মে জন্মে বন্ধু সে ।
 জ্ঞান দান দিল যে " " " "
 এস এস দয়াময় ।
 শুদ্ধধন সুত বুদ্ধ " " "
 মায়ার নন্দন তুমি " " "
 আসিলে আনন্দ হবে ।
 নিরানন্দ দূরে যাবে " " "
 হৃদয় মন্দিরে প্রভু " " "
 কি আছে আমার পূজা উপচার
 কি দিয়ে পূজিব বল ।
 তোমার লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
 রেখেছি নয়ন জল ।।

নয়ন জলে ধোয়াইব
 ও রাজ্য চরণ দু'খানি " " "
 ভক্তি অশ্রু অর্ঘ্য দিব " " "
 কেশে চরণ মুছাইব " " "
 হৃদাসনে আসন দিব " " "

চাহিনারে ধনমান চরণেতে দিও স্থান ।।

।। শাক্য বংশ পরিচয় ।।

অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হতে ভারতে এসে অনার্য্যদের
 তাড়িয়ে পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকারকরতঃ বসতি বিস্তার করতে লাগলেন । সেই
 সময় হতে আজ পর্যন্ত বেদই আর্য্য হিন্দুদের প্রাচীন ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ । ইহা

কোন সময়ে রচিত হয়েছিল তা কেহ নির্ণয় করতে পারেনি। কেহ কেহ বলেন, ইহা কোন মনুষ্যরচিত গ্রন্থ নয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, যীশুখৃষ্টের জনের তিন হাজার বৎসর পূর্বে যখন আর্য্যগণ পাঞ্জাবে বাস করছিলেন, এই গ্রন্থ সে সময়েই রচিত। কিন্তু তখন লিখন পদ্ধতি প্রচলিত না থাকায় বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে আলোচিত হয়ে আসছিল। অবশেষে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ এই বেদ সঙ্কলিত ও বিভক্ত করে বেদব্যাস নাম প্রাপ্ত হন। বেদ ৪ ভাগে বিভক্ত। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব। ইহার মধ্যে ঋকবেদই প্রধান। আর্য্য হিন্দুদের উপনিষদ নামক আর একটি ধর্মগ্রন্থ আছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের পক্ষে এই গ্রন্থটি বড়ই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রাচীন হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং জন্ম হতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মানুষের অনুষ্ঠেয় কর্মগুলি মনুসংহিতা নামক পুস্তকে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ আছে। কথিত আছে এই মনুর পুত্র ইক্ষাকু হতে সূর্য্যবংশ এবং কন্যা ইলা হতেই চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়েছিল। রামায়ণে সূর্য্যবংশের এবং মহাভারতে চন্দ্রবংশের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। চন্দ্রবংশে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন, তারই নামানুসারে এদেশকে ভারতবর্ষ বলে নামকরণ করা হয়। আরও দেখা যায় পৃথিবীতে যত রাজা, মহারাজা এবং মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন প্রায় সকলেই সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। রাম, শ্রীকৃষ্ণ, মাক্ষাতা ইত্যাদি সকলেই এই সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, রামের ত্রিশ পুরুষ পরে একই বংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের ত্রিশ পুরুষ পরে সেই বংশে শাক্যসিংহ বা বুদ্ধের জন্ম হয় তাহলে দেখা যায়, শাক্যসিংহ রামচন্দ্রের ষষ্ঠিতম অধস্তন পুরুষ। মহারাজ দশরথ যেমন কোন কারণে তার পুত্র রামকে বনবাস দিয়েছিলেন, সেইরূপ সূর্য্যবংশীয় ইক্ষাকুরাজার বংশধর সূজাত রাজা কোন কারণে তার পুত্রদের অযোধ্যা প্রদেশ হতে নির্বাসিত করে দিলে, তারা হিমালয় সমীপে কপিল ঋষির আশ্রমে শাকোটবনে গিয়ে বাস করেছিলেন এবং তাঁদের বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করেছিলেন। ঐরূপ বিবাহ হতে পারে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতগণ সকলে “শক্য” অর্থ্যাৎ হতে পারে এই কথা বলেছিলেন। ক্রমে এই শক্য কথ্য হতেই তাঁদের বংশের নাম হয়েছিল শাক্যবংশ। পরে কুমারেরা

কপিলমুনি হতে সে স্থানটি দান স্বরূপ পেয়ে ঋষির নামে কপিলাবাস্ত্র নগর ও রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। শাক্যবংশের এক রাজার নাম ছিল সিংহহনু, তার চার পুত্র ছিল, শুদ্ধোধন, শুক্লধন, ধৌতধন ও অমৃতধন এবং এক কন্যা ছিল, তার নাম অমিতা। শুদ্ধোধন সর্বজ্যেষ্ঠ বলে সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

।। কোলীয় বংশ পরিচয় ।।

সেই শাক্যবংশের এক কন্যার গলৎকুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছিল। সে ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে হিমালয় সমীপে এক পর্বতগুহায় তাকে রেখে প্রভূত খাদ্য পানীয় ইত্যাদি দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়ে এসেছিল, মৃতকল্পা শাক্যদুহিতা বায়ুহীন স্থানে বাসের দ্বারা অথবা তাদৃশ নিরোধের দ্বারা নুতন শরীর ও মনোহর রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। এক ব্যাঘ্র মনুষ্যগন্ধ পেয়ে গুহামুখের বালুকা পায়ের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত করছিল, কিন্তু ভোর হওয়াতে তার মুখের গ্রাস ফেলে আত্মগোপন করল। অনতিদূরে কোল নামক এক ঋষি ফল আহরণার্থে সেখানে এসে নারীকণ্ঠের আর্দ্রনাদ শ্রবণে তাকে গুহা হতে উদ্ধার করল। এই অপূর্ব সুন্দরীকে দেখে, তার ধ্যান জ্ঞান সমস্তই বিসর্জন দিয়ে তাঁকে নিয়ে আশ্রমে গার্হস্থ্য জীবন-যাপন করতে লাগলেন। এই কোল ঋষি হতে কোলীয়-বংশের উৎপত্তি। দেবদহ নগরে সুভূতি বা অঞ্জন নামক শাক্য এই কোলীয় বংশের এক সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তৎগর্ভে সাত কন্যার জন্ম হয়। মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলিয়া, কোলীসবা, মহাপ্রজাবতী বা গৌতমী। শুদ্ধোধন সর্বজ্যেষ্ঠা মায়া ও কনিষ্ঠা গৌতমীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শুদ্ধোধনের ঔরসে ও মায়াদেবীর গর্ভে শাক্যসিংহের জন্ম হয়।

।। শাক্যসিংহের জন্মের পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা ।।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অবস্থা যখন নিতান্ত খারাপ হয়ে যায়, সে সময়ে লোকে মানবতা বিসর্জন দিয়ে, মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে অধর্মের পথে চালিত হয়। তখন জগতের লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন মহাপুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। শাক্যসিংহের জন্মের পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা নিতান্ত

।।পঞ্চাবলোকন।।

কিন্তু দেবগণ, মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাকে পাঁচটি বিষয় চিন্তা করতে হবে।

বুদ্ধরূপে জন্ম নিয়া ভূতলে গমন।

হইয়াছে কিনা সেই সময় এখন।।

পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপ আছে। কোন দ্বীপে জন্ম নেব সে বিষয়ও চিন্তা করতে হবে।

জম্বুদ্বীপে জন্ম নিল পূর্ব বুদ্ধগণ।

আমিও জন্মিব তথা শুন দেবগণ।।

তারপরে কোন কুলে জন্ম নেব সে বিষয়ও চিন্তা করতে হবে।

বৈশ্য শূদ্র কুলে নাহি জন্মে বুদ্ধগণ।

যাইব ক্ষত্রিয় কুলে করিলাম মনন।।

তারপর কোন্ বংশে জন্ম নেব সে বিষয়ও চিন্তা করতে হবে।

নিষ্কলঙ্ক শাক্যবংশ কপিল নগরে।

জনম লইব আমি সেই মর্ত্য পুরে।।

তারপর কার ঔরসে এবং কার গর্ভে জন্ম নেব সে বিষয়ও চিন্তা করতে হবে।

পতিব্রতা পূণ্যশীলা দেবী মায়ারানী।

শুদ্ধোধনের প্রিয়তমা আমার জননী।।

জননীর আয়ুঠিক করে তারপরে।

দশমাস সাত দিন ভাবিল অন্তরে।।

এইরূপে চিন্তি পঞ্চ প্রধান বিষয়।

সম্বোধি দেবতাগণে বোধিসত্ত্ব কয়।।

দেবগণ! আগামী আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে স্বপ্নযোগে আমি মায়াদেবীর জঠরে জন্ম নেব। আপনারা নিশ্চিত মনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন।

।। শুদ্ধোধনের খেদ।।

মহারাজ শুদ্ধোধনের কিছুই অভাব ছিলনা। ধনধান্যে পরি-পূরিতা সমৃদ্ধিশালী নগরী, মায়া ও গৌতমীদেবীর মত সতীসধ্বী পতিব্রতা সহধর্মিনী,

(আমার) সকলি অসার সংসার আঁধার
পুত্র মুখ না হেরিলাম
বিফল জীবনে এ দেহ ধারণে
ভবে কেন জনমিলাম ।।

(আমার) মরণ কেন হইল না রে ?
 পুত্র মুখ না হেরিলাম " " " " "
 ভবে কেন জনমিলাম " " " " "
 কিবা প্রয়োজন রজত কাঞ্চন
 রাজ্যধনে কি করিবে ।

পুল্লাম নরকে যাইতে হইবে
কেবা আমায় উদ্ধারিবে ।।

	মনের দুঃখ রইল মনে
পুত্র মুখ না হেরিলাম	" " " "
ভবে কেন জনমিলাম	" " " "
কি করিবে রাজ্যধনে	" " " "

বংশে বাতি জ্বলবে না আটকুড়ো নাম ঘুচবে না ।

রাণী মায়াদেবীর অন্তরেও ততোধিক দুঃখ ছিল। তিনি সর্বদাই মনে মনে চিন্তা করতেন, হায়! আমার চতুচছারিংশ বৎসর অতীত হতে চল্ল অদ্যাবধি আমি সন্তান মুখ দর্শনে বিমুখ। ধার্মিক প্রবর মহারাজ আমার মত হতভাগিনীকে তার চরণে স্থান দিয়েছেন বলে আজ তিনি পুত্রহীন। অন্য কোন সৌভাগ্যবতী

রমনীকে তাঁর চরণে স্থান দিলে আজ তার শূণ্যগৃহ পুত্র পৌত্রের আনন্দরোলে মুখরিত হত । তখন সখিগণ তাকে শান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলতে লাগলেন ।

আর কেন সখি ভাব অকারণ
আসিবে সে দিন আসিবে ।
দুঃখ নিশি তব পোহাবে আবার
সুঃপ্রভাত রবি হাসিবে । ।
চিরদিন কারো সমান না যায়
সুখ দুঃখ ভোগ আছে গো ধরায় ।
ফুটিবে এবার পারিজাত মল্লিকে
নন্দন কানন হাসিবে । ।
কেহ রাজা কেহ ভিখারির বেশে
কেহ তরুমূলে কেহ পরবাসে ।
কর্মের ফল হইবে সম্বল
অন্তিম যাতনা ঘুচাবে । ।

সখি! দিন কারও জন্য অপেক্ষা করে থাকে না ; তা সুখের হউক বা দুঃখের হউক, আপনার দুঃখের দিনেরও অবসান হবে । আশোকোৎসব সমাগত সমগ্র শাক্যরাজ্য দিবানিশি আনন্দে মাতোয়ারা ; রাণী উৎসবের সপ্তম রজনীতে সখিগণ সহ প্রমোদগৃহে রাজশয্যায়া শায়িতা আছেন, এমন সময়ে নিদ্রাদেবী তাকে এক অভূত পূর্ব স্বপ্ন রাজ্যে নিয়ে উপস্থিত করলেন ; শেষ রাত্রে রাণী এক স্বপ্ন দেখলেন ।

।। মায়াদেবীর স্বপ্ন ।।

স্বর্গহতে চারিজন দেবতা আসিল ।
সপ্তবার রাণীমারে প্রদক্ষিণ করিল । ।
তারপরে পালঙ্ক তার কাঁধে উঠাইয়া ।
হিমালয়ে নিয়ে গেল বহন করিয়া । ।
হিমালয়ের শৃঙ্গদেশে পালঙ্ক রাখিল ।
দেবীগণ এসে মায়ায় স্নান করাইল । ।

আর যদি সন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন জীব জগতের ত্রাণকর্তা হতে সমর্থ হবেন ।

কিংবা যদি ধর্মাশ্রম করেন গ্রহণ ।

বুদ্ধ হয়ে করিবেন পাপীর মোচন ।।

যেইদিন বোধিসত্ত্ব মায়া গর্ভে এল ।

দেব চারি জন এসে তারে চৌকি দিল ।।

ক্রমে ক্রমে দশ মাস হইল পূরণ- ।

পিত্রালয়ে যেতে রাণী করিল মনন ।।

দশ মাস পূর্ণ হল রাণীর বাসনা হল

পিত্রালয়ে করিতে গমন ।।

দেখতে দেখতে দশমাস পরিপূর্ণ হল । রাণী পিত্রালয় দেবদহ নগরে যেতে মনস্থ করলেন । যথা সময়ে রাজার অনুমতি নিয়ে পরিচারিকা ও সৈন্য সামন্তাদি সহ কনিষ্ঠা গৌতমীকে সঙ্গে নিয়ে সোনার পাক্কীতে আরোহণ করে পিত্রালয় দেবদহ নগরে যাত্রা করলেন ।

আরোহি সুবর্ণ যানে

আর সহচরিসনে

চলে রাণী পিতার ভবনে

যাইতে যাইতে পথে

উপনীতা লুম্বিনীতে

বলে রাণী গৌতমী সদনে

নামাইয়া রাখ হে

শুন শুন প্রাণ সখি

” ” ”

প্রসব যন্ত্রণা সহিতে পারিনা ।

।। জন্ম ।।

পথি মধ্যে ভূতলের নন্দন কানন লুম্বিনী বনের মনোলোভা শোভা সন্দর্শন করতে করতে এক শাল বৃক্ষতলে উপনীত হলে, রাণীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হল । তখন রাণী এক হস্তে শাল বৃক্ষের শাখা ও অপর হস্ত কনিষ্ঠা গৌতমীর ঋন্ধে স্থাপন করতঃ দণ্ডায়মান অবস্থায় এক অনুপম পুত্ররত্ন প্রসব করলেন । যীশুখৃষ্টের জন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্বে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাদিনে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে

ধন্য রাজা শুদ্ধোধন ধন্য কপিলবাসীগণ
দেবপুত্র করিল দর্শন ।
এমন পুত্র জনমিলে সার্থক জনম ধরাতলে
রাজা তুমি বড় পুণ্যবান ।
জগতের দুঃখভার জীবের যাতনা আর
পাপ তাপ করিবে মোচন ।
জরাব্যাদি দূর করিবে মুক্তি পথ দেখাইবে
জীব দুঃখ করিবে নির্বাণ ।
তোরা জয়ধ্বনি দে, তোরা জয়ধ্বনি দে,
ধরাতলে অপূর্ব এক চাঁদ নেমেছে
ধরাতলে চাঁদ নেমেছে
জীবের দুঃখ ঘুচে গেছে " "
জগতবাসী দেখে যারে " "
জীবের যাতনা হেরি ত্যজিয়া তুষিত পুরী
লুম্বিনীতে উদয় হয়েছে ।
ভগবানের দেহভারে লুম্বিনী নোয়াইয়া পড়ে
বসুমতী উঠিল কাঁপিয়া ।

	লুপ্তিনী আজ ধন্য হল
ভগবানে বক্ষে লইল	” ” ” ”
ধন্য হল শুদ্ধোদন	” ” ” ”
” ” মায়াদেবী	” ” ” ”
” ” জগতবাসী	” ” ” ”

সম্পূর্ণ সজ্ঞানে শিশু আসিল ধরায় ।
পূর্ণ স্মৃতি পূর্ণ প্রজ্ঞা বিরাজিত কায় ।।
সংসারের লোকগতি স্মরিতে স্মরিতে ।
মাতৃগর্ভ হতে শিশু অসে ধরনীতে ।।

তুরঙ্গ কণ্টক তখন	জনম লভিল রে
গয়াধমে বোধিবৃক্ষ	" " "
ধনপূর্ণ চারিকুম্ভ	" " "

সহজাত সপ্তরত্ন জনম লভিল রে । ।

প্রসবান্তর সখিগণ প্রসূতি ও প্রসুনকে উত্তম রূপে স্নান করালেন এবং গৌতমী শিশুকে সোনার কাপড়ে জড়াইয়া মায়াদেবীর কোলে দিয়ে বলতে লাগলেন ।

নয়ন ভরিয়া দিদি দেখ একবার ।

জগজ্যোতিঃ জন্মিয়াছে জঠরে তোমার । ।

দেখনা দিদি নয়ন ভরে ।

জগজ্যোতিঃ তোর জঠরে " " " "

এ জ্যোতি কি লোকের থাকে " " " "

যাদুমনির জ্যোতিঃর কাছে চাঁদের জ্যোতিঃ হার মেনেছে । ।

এষে আমার চেনা মুখটি

বহু জন্মের সাধনের ধন " " " "

বুক জুড়ানো যাদুমনি " " " "

কেমনে ভুলাবি মোরে

গায়ের বাতাস চিনতে পারি " " "

মুখের সুবাস বুঝতে পারি " " "

ভুলাতে পারিবি

বুঝি বাছা ভেবেছিলি " "

ছায়া দেখলে চিনি তোরে কিদিয়ে ভুলাবি মোরে । ।

।। মায়াদেবীর তুষিত স্বর্গে গমন ।।

মহারাজ শুদ্ধোধন অমাত্য-পরিবেষ্টিত হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে লুম্বিনী বন হতে এক দূত এসে মহারাজকে নিবেদন করলেন । মহারাজ! আজ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লুম্বিনীবনে শাক্যকুলরবি সমুদিত হয়েছেন । শিশুর উজ্জ্বল জ্যোতিঃতে সমগ্র লুম্বিনীবন আলোকিত হয়েছে । সর্ব্বাঞ্জে আমি এসে

মহারাজকে এই শুভ -সংবাদ দিতে পেরেছি বলে নিজকে ধন্য মনে করছি ।

শুনিয়া দুতের বাণী

হরষিত নৃপমণি

যায় রাজা কুমার দর্শনে ।

বহু মূল্য মুক্তাহার

দিল দূতে উপহার

যায় দূত দামামা ঘোষণে ।।

সেই দামামা আজও বাজে

পঞ্চাশ কোটি হুদিমাবে " " " "

চীন জাপন লঙ্কাধামে " " " "

শ্যাম বর্মা তিব্বতে " " " "

নেপাল ভুটান সিকিমিতে " " " "

গয়াধামে উরু বেলায় " " " "

শ্রাবস্তীর জেতবনে " " " "

রোহিণী নদীর কূলে " " " "

আজও সেই ধ্বনি শুনে ছুটে যায় ভক্তগণে

কপিল পুরের ধূলি মেখে আসে সর্বগায় ।

আজও দেখে ভক্তগণে

বোধিবৃক্ষ তরুমূলে

মহাযোগী সিদ্ধার্থ পদ্মাসনে রয় ।।

গয়াধামের লতাপাতা

এখনো কয় বুদ্ধ কথা

বুদ্ধবলে ডাকে পাখি অশ্বখডালে ।

মৃদু মৃদু কলনাদে

আজও নৈরঞ্জনা কাঁদে

ভক্ত অশ্রু বারি মিশে সে নদীর জলে ।।

ভক্তগণে আজও শুনে

শ্রীবুদ্ধের অমৃত বাণী " " "

ঋষিপুত্র মৃগদাবে " " "

গয়াধামে উরুবেলায় " " "

রাজগৃহে বেণুবনে শ্রাবস্তীর জেতবনে ।

মহারাজ শুদ্ধোধন প্রসূতি ও প্রসূনকে মহাসমারোহে নিয়ে আসলেন কপিল
পুরীতে ।

প্রসূতি প্রসূনে লয়ে হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে ।

মহা সমারোহে রাজা প্রবেশে নগরে ।।

জগত ব্যাপিয়া উঠে আনন্দ কল্লোল ।

নৃত্যগীত মহোৎসবে উঠে মহারোল ।।

আনন্দের বাজার মিলিল

কপিলপুরে আজি যেন " " "

নৃত্যগীত মহোৎসবে " " "

রাজভাণ্ড খুলে দিল দীন দুঃখী না রহিল

বন্দিগণ সবে মুক্তি পেল ।

নানাবিধ বাদ্য বাজে নর্তক নর্তকী নাচে

পুরস্কা হুঁধুধনি দিল ।।

হলু হলু ধনিরে

পুরনারী করে ঘন " " "

কপিল পুরে ঘরে ঘরে " " "

সপ্ত দিবা নিশি হল " " "

দুঃখ দৈন্য দূর হইল " " "

ভাগ্যবতী তুমি মাতঃ যার ঘরে এমন সুত ।।

কিন্তু এ অবিমিশ্র আনন্দ কল্লোল অধিক দিন স্থায়ী হল না । প্রসবের সাতদিন
পরেই মায়াদেবীর জীবলীলা ফুরিয়ে গেল । তিনি সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন
করে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন, আনন্দের উৎসব বন্ধ হয়ে গেল ।

এমন সুখের দিনে দৈবের লিখন ।

অকস্মাৎ মহারানীর হইল মরণ ।।

বোধিসত্ত্বের মহাপ্রভা সহিতে নারিল ।

সপ্তদিনে মহারানী পঞ্চত্ত্ব পাইল ।।

অকস্মাৎ থেমে গেল সঙ্গীত মূর্চ্ছনা]

রঙ্গালয়ে বন্ধ হল মধুর বাজনা ।।

কপিলপুরে পড়ে গেল হাহাকার ধ্বনি ।

শুদ্ধোধনের মুখে শুধু কোথা গেলে রাণী ।।

এ অনাথ শিশু রাখি বল মোরে দিয়া ফাঁকি

কেন প্রিয়ে ত্যজিলে আমায় ।

এই রাজ্য ধনজন

সবি মোর অকারণ

তোমার বিহনে প্রাণ যায় ।।

রাজপুরী পরিহরি

রাজলক্ষী গেল ছাড়ি ।।

এমন সুখের দিনে কোথা চলে গেলে ।

অকুল সাগরে মোরে ভাসাইয়া দিলে ।।

কে পুষিবে তোমার এই দুধের সন্তান ।

তোমার বিহনে প্রিয়ে রাজপুরী শশ্মান ।।

পুত্র মুখ হেরিবারে কতই সাধন ।

সপ্তদিনে হল কিরে অভিলাষ পূরণ-

কারে দিয়ে গেলে তুমি

নুতন শিশুটি তোমার

" " " "

তোমার আনন্দের বাজার,

" " " "

কেন চলে গেলে গো

রাজপুরী করে শশ্মান

" " " "

কি অশান্তি পেলে এথা

" " " "

চলে গেলে অবেলা না পুরাতে সাধের খেলা ।।

তখন গৌতমীদেবী রাজাকে সম্বোধন করে বললেন ।

আজি হতে ওহে রাজন এ শিশু আমার ।

আজি হতে আমি মায়া হইলাম তোমার ।।

রাখব আমি এ শিশুরে বুকেতে বাঁধিয়া ।

এ যে আমার জন্মজন্মের ছুরি কাঁটাটিয়া ।।

শিশুর জন্য ভাবনা কেন

আমার শিশু আমার কোলে

" " " "

এ যে আমার সাধনের ধন

" " " "

দিদি গেছে স্বর্গে চলে মর্ত্যের বাতাস সয়না বলে ।।

।। বাল্য কাল ।।

মহারাজ শুদ্ধোধন বহু কালের আশার ধন অনুপম পুত্র মুখ নিরক্ষণ করে
পাণ-প্রিয়তমার অদর্শন শোক কতেক নিবারণ করলেন

রাজার দ্বিতীয়া রাণী মায়ার ভগিনী ।

ভগিনী বিহনে হল শিশুর জননী ।।

বত্রিশ রমনী ধাত্রী রাখিল তাহার ।

অঙ্গ ধাত্রি অষ্ট জন ক্ষীর অষ্ট আর ।।

ক্রীড়া ধাত্রি অষ্ট জন মন ধাত্রি অষ্ট ।

কোনরূপে শিশু যেন নাহি পায় কষ্ট ।।

নবজাত শিশু এইরূপে প্রতি পালিত, পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হতে লাগলেন ।
মাল্যের পার্শ্বদেশে অসিত বা কালদেবল নামে এক মহর্ষি বাস করতেন, তিনি
পান বলে জানতে পারলেন, কপিলাবাস্ত নগরে মহারাজ শুদ্ধোধনের গৃহে
সর্বলোক-পূজ্য এবং বত্রিশ লক্ষণ সংযুক্ত এক দেবশিশু জন্ম নিয়েছেন, সেই
অনুপম দেবশিশু নয়নগোচর করে জীবন সার্থক করার মানসে রাজদ্বারে এসে
উপনীত হলেন, রাজা তখন কুমারকে কোলে করে ঋষির নিকট নিয়ে এলেন ।

শিশুর শরীরে হেরি বত্রিশ লক্ষণ ।

আপনি উঠিয়া মুনি বন্দিল চরণ ।।

নীরবে ধ্যানেতে মগ্ন রহে অবিচল ।

বহিতে লাগিল অশ্রু ধারা অবিরল ।।

ঋষির সেই নীরব রোদন দেখে, মহারাজ অতিশয় ভীত হলেন । জিজ্ঞাসা
করলেন, মুনিবর! আপনি বালকের কি কোন অমঙ্গল দেখলেন? ঋষি বললেন-
মহারাজ, আমি বালকের জন্য কাঁদছি না বালকের কোন অমঙ্গল দেখি নাই,
আপনার এই বালক কালে বুদ্ধ হয়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করবেন । যে ধর্ম কোন
শ্রমণ, কোন ব্রাহ্মণ, কোন দেব বা দেবপুত্র অথবা অন্য কেহ প্রবর্তিত করতে
পারেন নি । সেই অনুপম ধর্ম সর্ব জীবের হিতের জন্য সুখের জন্য ও কল্যাণের
জন্য প্রচার করবেন । মূলে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, শেষেও কল্যাণ, শুদ্ধ, নির্মল ও
এক চ্য সৎযুক্ত । ইনিই মানবকে জরা ব্যাধি, মরণ, শোক পরিদেবণ ; দুঃখ

দৌম্মর্নস্য ও পাপ হতে রক্ষা করবেন । রাগ, ঘেষ মোহাদি সন্তপ্ত জীবনিরহকে ধর্মজল বর্ষণের দ্বারা সুখী করবেন । আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তৎকারণে এই বুদ্ধরত্নের বুদ্ধাবস্থা দেখতে পাবনা বলে ক্রন্দন করছি, বালকের জন্য নয় মহারাজ । এইরূপে কুমারের স্বরূপ বর্ণনা করে ঋষি সেখান হতে বিদায় নিলেন ।

।। নাম করণ ।।

যথা সময়ে কুমারের নাম-করণ ক্রিয়া সমাপিত হল ।

যাহার জনমে রাজন হইলেন কৃতার্থ ।
তার উপযুক্ত নাম রাখুন সিদ্ধার্থ ।।
বিমাতা গৌতমীদেবী মহাপ্রজাবতী ।
গৌতম রাখিবেন নাম হরষিত মতি ।।
শাক্যকূলে জন্মে নাম হবে শাক্যমুনি ।
তথাগত নাম হবে হবে মহাজ্ঞানী ।।
ধরিবেন বুদ্ধ নাম জ্ঞানীর চরম ।
জগতের অবতার জন্মিল নবম ।।

কথিত আছে নাম করণের সময় রাস, ধ্বজ, লক্ষণ, মস্ত্রিণ, কৌণ্ডাণ্য ভোজ, সুদাম ও সুদত্ত নামক আটজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাতজন শিশুর লক্ষণাদি দেখে বলেছিলেন, যদি এই শিশু গৃহাশ্রমে থাকেন, তা'হলে নিশ্চয়ই রাজচক্রবর্তী হবেন । কিন্তু তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কৌণ্ডাণ্য দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করলেন যে, মহারাজ এই শিশুকে কিছুতেই সংসারে আবদ্ধ করে রাখতে পারবেন না । বিশেষতঃ আপনার এই ছেলে যদি রোগী, বৃদ্ধ, মৃতব্যক্তি ও সন্ন্যাসী এই চারি দৃশ্য দর্শন করেন সেদিনই সংসার ত্যাগ করে চলে যাবেন ।

কখনও এই শিশু ঘরে না রহিবে ।

রোগী, বৃদ্ধ, মৃত, ভিক্ষু যেদিন হেরিবে ।।

কনিষ্ঠ কৌণ্ডাণ্য কহে কহিতেছি আমি ।

জরাজীর্ণ, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষু যেই দিন ।

নিরখিবে শিশু গৃহ ছাড়িয়া সেদিন ।।

নিশ্চয়ই হইবেন বুদ্ধ করিবেন মোচন ।

পৃথিবীর পাপ-তাপ মোহ আবরণ ।।

এই কথা শুনে মহারাজ শুদ্ধোধন অতিশয় চিন্তান্বিত হলেন এবং যাঁতে
উপরোক্ত চারিদৃশ্য কুমারের নয়ন গোচর না হয়, এই ভাবে প্রহরী নিযুক্ত করে
দিলেন । কিন্তু :-

জলধিরে করেন যদি চন্দ্র আকর্ষণ ।

পারে কি রাখিতে আহা বালির বন্ধন ।।

বালির বাঁধ কি রাখতে পারে ।

সাগর যখন ক্ষেপে উঠে " " " " "

স্রোতস্বিনী নদীর কাছে বালির বাধন থাকে না ।।

।। হল কর্ষণ উৎসব ।।

মাতৃ হারা শিশুকে ছেড়ে রাজা শুদ্ধোধন কোথাও যেতেন না, প্রতি বৎসর
শ্রীপঞ্চমী দিনে নগরে হল কর্ষণোৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত । নগরবাসি সকলে এই
উৎসবে যোগদান করতেন । রাজা নিজে সুবর্ণ লাঙ্গলে হল চালনা করে এই
উৎসবের পৌরহিত্য করেন ।

বাসন্তী পঞ্চমী আজি তিথি শুভক্ষণ ।

সেজেছে প্রকৃতি আজ নয়ন রঞ্জন ।।

পুণ্য তিথি শ্রীপঞ্চমী আজ পর্বদিন ।

আনন্দ সাগরে সবে হয়েছে বিলীন ।।

পাত্রমিত্র লয়ে আজ রাজা শুদ্ধোধন ।

আনন্দেতে বসুন্ধরা করিছে কর্ষণ ।।

মহারাজ শুদ্ধোধন কুমার সিদ্ধার্থকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে উপস্থিত হলেন
এবং এক নিবিড় পত্রছায়াসম্বিত জম্বুবৃক্ষ তলে কুমারকে উপবেশন করায়

ভাষায় বঞ্চিত পাখী বলতে নারে কথা ।

কিন্তু তারা বুঝতে পারে পরাণের ব্যথা ।।

যেমন তুমি বুঝতে পার ।

আঘাতের ব্যথা ভাইরে " " " "

প্রাণের ব্যথা প্রাণে প্রাণে তেমনি পাখি বুঝতে পারে ।

শরীর সংযোগ সুখ দুঃখ ভোগ

সর্বজীবে সমজানে ।

আপনার প্রাণ তবে মূল্যবান

অন্য হতে কোন গুণে ।।

সর্বজীবে সম দয়া নিরুপম

না করে যদ্যপি নরে ।

তবে পশু হতে শ্রেষ্ঠ কোন মতে

মানব এ ধরা পরে ।।

দেবদত্ত বললেন :-

শুনগো সিদ্ধার্থ না কর অনর্থ

ছাড়হ মরাল ভাই ।

মেরেছি মরাল আমার মরাল

তাহে তব সত্ত্ব নাই ।।

সিদ্ধার্থ বললেন! ভাই দেবদত্ত তোমার অধিকার দেহের উপর, প্রাণের উপর নহে । এ হংসটি আহত হয়েছে মাত্র, যদি মরত, তাহলে তুমি পেতে । প্রাণের উপর তোমার কোন অধিকার নেই ।

শুন দেবদত্ত নাকর অনর্থ

তব অধিকার দেহে ।।

যদ্যপি মরিত তোমার হইত

প্রাণে অধিকার নহে ।।

ভাই দেবদত্ত! তুমি যদি হংসটিকে মেরে তার দাবী করতে পার, আমি তার প্রাণ দান করে তাকে দাবী করতে পারব না কেন?

প্রাণ ঘাতী যদি ভাইরে হত জীবে পাবে ।

প্রাণ দাতা আহতেরে কেন না পাইবে ।।

এ হংসটি হত নয় আহত হয়েছে ।

আমার শুশ্রুষায় পাখি পরাণ পেয়েছে । ।

দেবদত্ত বললেন সিদ্ধার্থ, তোমার কোন কথা শুনতে চাই না । হংস দিবে
কি না বল? সিদ্ধার্থ কহিলেন :-

বিবাদে কিকার্য্য তুচ্ছ শাক্য রাজ্য

ব্রহ্মাণ্ড ও তুচ্ছ গণি ।

করহ বিচার মরাল আমার

আমিও বিচার মানি । ।

তুমি প্রাণ হস্তা আমি প্রাণ দাতা

হংস প্রাণ দিনু আমি ।

মেরেছিলে তুমি বাঁচাইনু আমি

এ হংস পাবে না তুমি । ।

দেবদত্ত বললেন, সিদ্ধার্থ হংস দিবে কিনা বল ? সিদ্ধার্থ বললেন ।

শাক্যরাজ্য বিনিময়ে হংস নাহিদিব ।

আকাশের পাখি আমি আকাশে ছাড়িব ।

এই বলে সিদ্ধার্থ হংসটিকে মুক্ত আকাশে ছেড়ে দিলেন, হংস সিদ্ধার্থের
কল্লণার গীতি গেয়ে গেয়ে উড়ে চল্ল । তদবধি কুমার প্রায়ই নিবিড় কাননে
চিন্তামগ্ন থাকতেন ।

।। বিদ্যাশিক্ষা ।।

যথা সময়ে শুভদিনে কুমারের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হল । প্রথমতঃ বালকাচার্য্য
বিশ্বমিত্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করলেন, একাগ্রতা নিবন্ধন অতি অল্পদিনের
মধ্যে ৬৪ প্রকার বিদ্যা ও শিল্পে পারদর্শী হয়ে উঠলেন, কিন্তু প্রতিটি বর্ণমালা
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে লাগলেন ।

(অ) অনিত্য সংসার মাঝে কেহ কারো নয়রে আপন ।

(আ) আপন আপন বল করে সকলি নিশার স্বপন । ।

(ই) ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় পাবে নিমগন ।

(ঈ) ঈর্ষাবহি জ্বলে সদা হৃদে অনুক্ষণ । ।

(উ) উদ্ধারিব পাপী তাপী লভিব নির্বাণ ।

(উ) উর্মিরূপে বিলাইব জীবে তত্ত্বজ্ঞান ।।

এইভাবে প্রতিটি বর্ণমালা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করলেন । রাজ ঐশ্বর্য্যের ভোগবিলাস তার হৃদয়ের অভিনব ক্ষুধা নিবারণ করতে পারল না । তিনি বাল্যকাল হতেই ভোগসুখে নির্লিপ্ত থাকতেন ।

।। বিবাহ ।।

সিদ্ধার্থের বাল্যজীবন অতীত হল, যৌবনের চিহ্ন দেখা দিল তার সংসার বৈরাগ্যভাব অবলোকন করে তার আত্মীয় ও অমাত্যবর্গ রাজাকে অনেক অনুরোধ করে বললেন, বিবাহ বন্ধন ব্যতীত কুমারকে সংসারানুরাগী করবার আর কোন উপায় নেই । কিন্তু :-

ভবের মুক্তি যাহার কাছে

বাঁধবে তারে কোন বন্ধনে ।

এমন শক্তি কাহার আছে

বাঁধতে পারে ত্রিভুবনে ।।

কল্পে কল্প কল্পান্তরে

ভাসালে নয়ন নীরে ।

পিতা মাতা পত্নী সখা

কত ভাবে কত জনে ।।

তারে ভাল যে বেসেছে

তার ভাগ্যে কান্দন আছে ।

তুরি কাটা সেই ময়না

দাগাদিবে প্রাণে প্রাণে ।।

মহারাজ বিবাহ বিষয়ে কুমারের মত অবগত হওয়ার জন্য মন্ত্রী গণকে কুমারের নিকট প্রেরণ করলেন ।

পাঠাইল মন্ত্রিগণে পুত্রের গোচরে ।

বিবাহে কি অভিপ্রায় জানিবার তরে ।।

পরিণয় বার্তা শুনি বিস্মিত কুমার ।

বলিব উত্তর দিব সপ্তাহে তাহার ।।

অমাত্যগণ চলে গেলে কুমার মনে মনে চিন্তা করলেন, কামতো জায়তে
শোক কামতো জায়তে ভয়ং । কামতো বিপ্‌পমৃতস্‌স নথি শোক কুতো ভয়ং ।
কাম, প্রিয়বস্ত্র রতি, প্রেম ও তৃষ্ণা সমস্তই দুঃখ এবং শোকের মূল ।

কামজালে যে জড়িত পথ নাহি পায় ।

কোটি কল্পে নাহি তার মুক্তির উপায় ।।

কি করিবে ধন জন কলত্র সংসার ।

জীবদুঃখে সদা প্রাণ বিদরে আমার ।।

পরমার্থ তত্ত্ব যায় নারী পরশণে ।

অবিরথ ভ্রমে জীব বিষয় কাননে ।।

যত অনর্থের মূল হয় নারীগণ ।

কামিনী কারণে নর হারায় জীবন ।।

কৌশলে ভূলাতে পারে মোহিনী মায়ায় ।

অতল ভবের তলে পুরুষে ডুবায় ।।

নারীর বদনে সুধা হৃদে হলাহল ।

স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি খোঁজে রমণি কেবল ।।

মায়াবিনী নারীগণে যে বিশ্বাস করে ।

অতিশয় মূঢ় সে অবনী ভিতরে ।।

কাজেই কামভোগে আমার ইচ্ছা নেই, তাতে আমার অনুরাগ ও নেই, আমি
মৌনত্রয় অবলম্বনকরতঃ বিজন বনে গিয়ে বাস করব । অপর দিকে ভাবলেন
এনবাসী হলে সাধারণ লোকের সহিত সম্বন্ধ অনেক কমে যায়, ত'হলে সাধারণের
মুক্তির উপায় কি করলেম? যাতে জগতের কোটি কোটি নর-নারীর উদ্ধার সাধন
করতে পারি সেই ভাবে সংসারী হব, অথচ সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত ও মুক্ত থাকব ।

আমি রাঁধুনী হইব ব্যঞ্জন বাঁটিব

হাড়ি না ছুঁইব তায় ।

অমিয়া-সাগরে স্নান করিব

কেশ না ভিজিবে তায় ।।

সাপের মুখেতে বেঙেরে নাচাব
 সাপ না গিলিবে তায় ।
 মাকড়ের জালে হাতীরে বাঁধিব
 হাতী না ছিড়িবে তায় ।।

সপ্তম দিন আগত হলে একটি গাথা লিখে পিতার নিকট প্রেরণ করলেন ।

গৃহি হয়ে লোকে ধর্ম পালে কি প্রকারে ।
 আমার জীবনে তাহা দেখাব সংসারে ।।
 পতিব্রতা সতী-স্বাধীন রমণী যাহার ।
 এসংসারে কেবা সুখী সমান তাহার ।।
 সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী রহে অনুক্ষণ ।
 পতির বিরহে সতী হারায় জীবন ।।
 এ সিদ্ধান্ত স্থির করি কুমার তখন ।
 কন্যাগুণ-গাথা ভূপে করিল অর্পণ ।।

যে কন্যা এ গাথা লিপির অর্থ ও গুণ জ্ঞাত আছে সেই কন্যাই আমার
 পত্নী হবার যোগ্য ।

রূপ, কূল, জন্ম, গোত্র, বিশুদ্ধ যাহার ।
 রূপসী, বিদুষী, নম্রা, ঈর্ষা নাহি যার ।।
 মুখে প্রফুল্লতা বৃকে করুণা আলায় ।
 হস্তে পরসেবা বাক্য মধুরতাময় ।।
 স্নেহে মাতা ভগ্নিসমা পতি পরায়ণা ।
 নাহি মনে প্রগল্ভতা তর্কে অপ্রবণা ।।
 দানে ধর্মে অনালস্য জানে আত্মসম ।
 সেই নারী গুণবতী হবে পত্নী মম ।

এমন ভাগ্য কার হইবে?

সর্বগুণে গুণী হবে " " " "

মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রপ্রেরিত গাথা লিপি পাঠ করে যাতে কুমার স্বয়ং
 সর্বগুণ সুন্দরী ও সর্বগুণ সম্পন্না কন্যা নিজে নির্বাচিত করে নিতে পারেন তার

গোপা বিধান করার জন্য মণি-কাঞ্চনসহ অশোক ভাণ্ড বিতরণ উপলক্ষে সমস্ত
কুমারীগণকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথা সময়ে কুমার পুরস্কার বিতরণ-গৃহে
গমন পূর্বক পুরস্কার বিতরণ করতে লাগলেন। নগরের সুসজ্জিতা কুমারীগণ এসে
একে একে অশোক ভাণ্ড গ্রহণ করে চলে গেলে অবশেষে অশোক ভাণ্ড নিঃশেষ
হয়ে গেল দণ্ডপানি কুমারি গোপা সহচরীবৃন্দা সহ কুমার সমীপে এসে দণ্ডায়মানা
হলেন।

আসিনু অশোকভাণ্ড করিতে গ্রহণ।

লাভ হল হারাইয়া গেলাম জীবন।।

রূপ দেখিয়ে প্রাণ সঁপিলেম

রূপের কাছে মন বিকাইলেম " " " "

চরণ যে আর চলে না

সর্বাস্ত্র অবশ হল " " " " "

লোকে আমায় কি বলিবে

দাঁড়ায়ে রহিলে এথা " " " "

অশোকভাণ্ড নিতে এলাম হৃদয়ভাণ্ড হারাইলাম।।

কুমার! সবারে অশোকভাণ্ড করিলে প্রদান,

স্বর্ণপাত্র পূর্ণিতা রতনে,

কি দোষে বঞ্চিতা আমি

সে সম্মান করিতে অর্জন?

রাজবালা! নিঃশেষ অশোক ভাণ্ড

সর্বশেষে আসিয়াছ তুমি, তাই

ভাবিতেছি মনে কিবা দিব তব

যোগ্য উপহার।

কিবা উপহার দিব ভাবিতেছি মনে।

কৃতার্থ করহ মোরে অঙ্গুরী গ্রহণে।।

শ্রেষ্ঠ ভাণ্ড শ্রেষ্ঠতম আর,

তব করে দিনু উপহার, হৃদয়

অশোকভাণ্ড পূর্ণ প্রীতি প্রেম,

দিলাম তোমারে দেবী, লহ অঙ্গুরীয়

এই তার নিদর্শন ।

কোমল অঙ্গে কোমল অঙ্গ যখন পরশ হল ।

আত্মহারা হয়ে দোঁহে পৃথিবী ভুলিল ।।

মনে মনে উভয়ের মিলন হয়ে গেল ।

শুভ দিনে চারি চক্ষুর মিলন হইল ।।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে গেছে আজ

প্রাণে মিশে গেছে প্রাণ ।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাবের নদী

বহিছে উজান ।।

জাগিছে বর্ণে মধুর গন্ধ

মধুর ভাবেতে ভাবিছে হৃন্দ

মহান আবেগে বিষাদ বিরাগ

হয়ে গেছে অবসান ।

প্রণয়ের নব প্রভাত রজনী

হয়ে গেছে অবসান ।।

কুমার গোপার প্রেমজালে আবদ্ধ হয়েছেন এই শুভ সংবাদ শুনে মহারাজ শুদ্ধোধন দণ্ডপানির নিকট পুরোহিত প্রেরণ করলেন । দণ্ডপানি খবর পাঠালেন, আপনার সন্তান যদি বীরোচিত কার্য্যকলাপ, উপযুক্ত বিদ্যা এবং শিল্পের পরিচয় প্রদান করতে পারেন তাহলে আমি কন্যা সম্প্রদান করতে পারি । যথা সময়ে সর্বজন সমক্ষে ৬৪ প্রকার বিদ্যা ও শিল্পের পরিচয় প্রদান করলেন, তাতে দণ্ডপানি মুগ্ধ হয়ে আনন্দিত মনে কন্যা সম্প্রদান করলেন ।

যথা সময়ে শুভদিনে মহাসমারোহে ১৯ বৎসর বয়সে মাতুল কন্যা গোপার সহিত শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেল । কুমার দৃঢ়তর কুসুম বন্ধনে আবদ্ধ হলেন । অনন্ত আকাশ বিহারী হৃদয় পক্ষী গোপার প্রেম পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে রইলেন । সিদ্ধার্থ গোপাকে পেয়ে সুখ শয্যায় দিনযামিনী অতিবাহিত করছেন দেখে সর্বসাধারণের মন হতে তার সংসার ত্যাগের আশঙ্কা দূরীভূত হল । একদিন

গভীর নিশিথে অন্তঃপুর মধ্যে রমণীর বেনুনিবাদ শ্রবণ করে সিদ্ধাথের হৃদয়ে
পুনঃ বৈরাগ্য ভাবের উদয় হল। সেইদিন নিশাশেষে শুদ্ধোধন স্বপ্ন দেখলেন,
কুমার রাজ্যধন, স্ত্রীপুত্র সমস্ত পরিত্যাগ করে সন্যাসী হয়ে চলে যাচ্ছেন।

মহারাজ কুমারকে সংসারানুরাগী করবার জন্য নানা বিধ উপায় অবলম্বন
করলেন।

নির্মাল প্রমোদ পুরী প্রমোদ কানন।
রচিল সুখের স্বর্গ প্রেমের স্বপন।।
বিলাসে প্রণয়াবেশে এমুগ মিথুন।
রাখিল বিমুক্ত করে নর্তকী নিপুণ।।
জরা, ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ উদাসীন আর।
আসিতে দিল না পুরী পরিখার পার।।

।। উদ্যান ভ্রমণ ।।

কিঞ্চিৎ বিধি নিবন্ধে ঘটনা চতুষ্টয় সিদ্ধার্থের সম্মুখে উপনীত হয়ে তাকে
সংসার হতে বাহিরে নিয়ে আসবার হেতুস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ
ইতিহাসের একটা করুণ অথচ শুভ-মুহূর্তের স্মরণীয় ঘটনা। একদিকে যেমন
সংসারের স্নেহবন্ধন ছিঁহু করার বেদনা অন্য দিকে তেমনি জগতের দুঃখক্লিষ্ট
নর-নারীর কাতর ক্রন্দন, তিনি কোন পথ অবলম্বন করবেন, তিনি সংসারেরমায়ায়
আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন না, কারণ তিনি এসেছিলেন ধরিত্রীর দুঃখ বেদনা দূর
করতে, তাই তাকে সবলে সেই ক্ষুদ্র মায়াডোর হতে আপনাকে মুক্ত করে বৃহত্তর
জগতের অসংখ্য নর-নারীর কল্যাণের জন্য তিনি সুখ দুঃখের কল্লোলময় সমুদ্রে
ঝাঁপ দিলেন। তিনি বুঝলেন যে এ সংসার মায়ার বন্ধন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এ দুনিয়া গোলক ধাঁধা মায়ায় বাঁধা ত্রিসংসার।
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের খেলা অন্ধকার।।
আপন আপন বল কারে কেহ নয়রে আপনার।

মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের খেলা অন্ধকার ।।
 কে কার মাতা কে কার পিতা ভেবে দেখ কেবা কার ।
 মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের খেলা অন্ধকার ।।
 আতর গোলাপ সাবান মেখে শরীর রেখ পরিষ্কার ।
 মাটির দেহ মাটি হবে শৃগাল কুকুরের হবে আহার ।।

তবে কি তিনি সংসার ত্যাগ করবেন? স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মা গৌতমী ও সরলপ্রাণা গোপাদেবীর প্রাণে কি করে আঘাত দেবেন? তিনি ভাবলেন একদিকে যেমন মাতা পিতা ও পত্নী তার সন্যাসের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন অপরদিকে তেমনি জগতের অসংখ্য নর নারী জরাব্যাধি ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তার করুণা ভিক্ষা করছে। বর্তমানে প্রচলিত যাগযজ্ঞাদিতে ধর্মের নামে অসংখ্য নিরীহ প্রাণী বধ করা হয়। বাস্তবিক ইহা প্রকৃত ধর্ম নয় এই পথে নির্বাণ, মোক্ষ বা মুক্তিলাভ হয় না। নিকর্ষাণের অন্য কোন পবিত্র পথ নিশ্চয়ই আছে, তাকে সেই পথই খুঁজে বের করতে হবে, এই চিন্তাই তাকে অস্থির করে তুলে, একদিন সিদ্ধার্থ তার সারথি ছন্দককে ডেকে বললেন প্রিয় তুমি আমার রথ প্রস্তুত কর, আমি একবার প্রমোদ উদ্যান পরিভ্রমণ করব। রথ প্রস্তুত করা হলে উভয়ে উদ্যান ভ্রমণে বের হলেন। প্রথম দিন উত্তর দরজা দিয়ে গমন করলেন।

উত্তর দ্বারেতে গৌতম গমন করিল ।
 জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ এক দেখিতে পাইল ।।
 পড়িয়াছে দাঁত দুপাটি জীর্ণকলেবর ।
 চলিতে না পারে বৃদ্ধ কাঁপে থর থর ।।

তখন সারথি ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন ।

কি নাম উহার বলহে ছন্দক
 কম্পিত চরণে যায় ।
 দণ্ডে করি ভর অবনত দেহ

বহিছে কি দুঃখ হয় ।।

জনম তার কোন্ কুলেতে

বল বল প্রাণ সখা " " " "

এই কি তার কুলের রীতি

বল বল বল মোরে " " " " "

হৃন্দক! এই লোকটি দণ্ড ধারন পূর্বক অতি কষ্টে যাচ্ছে কেন? মস্তক শ্বেতবর্ণ,
দস্ত বিরল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৃশ ও লোলচর্ম ইহার কারণ কি? এইরূপ হওয়া কি এই
ব্যক্তির কূলধর্ম অথবা সংসারের সকল লোকেরই কি ঈদৃশ অবস্থা?

এ নহে তাহার কুলের রীতি

এদশা সবার হবে ।

তুমি আমি গোপা এ জীব জগত

জরাজীর্ণ হবে সবে ।

এই যে কালের কুটিল গতি ।

এ নহে তার কুলরীতি " " " "

প্রভু! এই ব্যক্তি জরায় অভিভূত । বৃদ্ধ হওয়াতে তার বল, বুদ্ধি, জ্ঞান সবই
হারিয়ে ফেলেছে । বন মধ্যে জীর্ণ কাষ্ঠ যেমন পড়ে থাকে, এই ব্যক্তি ও সেইরূপ
অকর্মণ্য হয়ে কাল যাপন করছে । যুবরাজ প্রাণী মাত্রেই এইরূপ হতে হবে ।
উহা তাহার কূলধর্ম বা রাষ্ট্র ধর্ম নয় ।

হৃন্দক । তাহলে আমি তুমি ও প্রিয়তমা গোপাকে ও কি এক দিন এরূপ
জরাগ্রস্ত হতে হবে?

তোমার যৌবন কুসুম ঝরিয়া পড়িবে ।

বাসি ফুলের মত প্রিয় উপেক্ষিত হবে ।।

একান্তি যে রবে না ।

নিঠোল কপোল তব " " " "

ভ্রমর কুণ্ঠিত কেশ " " " "

মুক্তাসম দন্তরাজি " " " "

যুবরাজ! সংসারের সকল লোকেরই যৌবন একদিন জ্বরাকর্ষক
পাণ্ডিত হবে । আপনি ও আপনার পিতামাতা, গোপা ও আত্মীয় স্বজন সকলকেই

মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের খেলা অন্ধকার ।।
 কে কার মাতা কে কার পিতা ভেবে দেখ কেবা কার ।
 মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের খেলা অন্ধকার ।।
 আতর গোলাপ সাবান মেখে শরীর রেখ পরিষ্কার ।
 মাটির দেহ মাটি হবে শৃগাল কুকুরের হবে আহার ।।

তবে কি তিনি সংসার ত্যাগ করবেন? স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মা গৌতমী ও সরলপ্রাণা গোপাদেবীর প্রাণে কি করে আঘাত দেবেন? তিনি ভাবলেন একদিকে যেমন মাতা পিতা ও পত্নী তার সন্যাসের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন অপরদিকে তেমনি জগতের অসংখ্য নর নারী জরাব্যাধি ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তার করুণা ভিক্ষা করছে। বর্তমানে প্রচলিত যাগযজ্ঞাদিতে ধর্মের নামে অসংখ্য নিরীহ প্রাণী বধ করা হয়। বাস্তবিক ইহা প্রকৃত ধর্ম নয় এই পথে নির্বাণ, মোক্ষ বা মুক্তিলাভ হয় না। নির্ব্বাণের অন্য কোন পবিত্র পথ নিশ্চয়ই আছে, তাকে সেই পথই খুঁজে বের করতে হবে, এই চিন্তাই তাকে অস্থির করে তুলে, একদিন সিদ্ধার্থ তার সারথি ছন্দককে ডেকে বললেন প্রিয় তুমি আমার রথ প্রস্তুত কর, আমি একবার প্রমোদ উদ্যান পরিভ্রমণ করব। রথ প্রস্তুত করা হলে উভয়ে উদ্যান ভ্রমণে বের হলেন। প্রথম দিন উত্তর দরজা দিয়ে গমন করলেন।

উত্তর দ্বারেতে গৌতম গমন করিল ।
 জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ এক দেখিতে পাইল ।।
 পড়িয়াছে দাঁত দুপাটি জীর্ণকলেবর ।
 চলিতে না পারে বৃদ্ধ কাঁপে থর থর ।।

তখন সারথি ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন ।

কি নাম উহার বলহে ছন্দক
 কম্পিত চরণে যায় ।
 দণ্ডে করি ভর অবনত দেহ

ବହିଛି କି ଦୁଃଖ ହାୟ । ।

ଜନମ ତାର କୋନ୍ କୁଳେତେ

ବଳ ବଳ ପ୍ରାଣ ସଖା " " " "

ଏହି କି ତାର କୁଳେର ରୀତି

ବଳ ବଳ ବଳ ମୋରେ " " " " "

ଛନ୍ଦକ ! ଏହି ଲୋକଟି ଦଘୁ ଧାରନ ପୂର୍ବକ ଅତି କଷ୍ଟେ ଯାচ্ছে କେନ ? ମନ୍ତ୍ରକ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ,
ଦଞ୍ଜ ବିରଳ, ଅଞ୍ଜପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଜ କୂଶ ଓ ଲୋଳଚର୍ମ୍ମ ଇହାର କାରଣ କି ? ଏହିରୂପ ହଠାତ୍ କି ଏହି
ଶାନ୍ତିର କୂଳଧର୍ମ ଅଥବା ସଂସାରେର ସକଳ ଲୋକେରହି କି ଈନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ?

ଏ ନହେ ତାହାର କୁଳେର ରୀତି

ଏଦଶା ସବାର ହବେ ।

ତୁମି ଆମି ଗୋପା ଏ ଜୀବ ଜଗତ

ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବେ ସବେ ।

ଏହି ଯେ କାଳେର କୁଟିଳ ଗତି ।

ଏ ନହେ ତାର କୁଳରୀତି " " " "

ପ୍ରଭୁ ! ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜରାୟ ଅଭିଭୂତ । ବୃଦ୍ଧ ହଠାତ୍ ତାର ବଳ, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ସବୁ
ହାରିଯେ ଫେଲେଛି । ବନ ମଧ୍ୟେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କାଠ ଯେମନ ପଡ଼େ ଥାକେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସେହିରୂପ
ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୟେ କାଳ ଯାପନ କରଛି । ଯୁବରାଜ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେରହି ଏହିରୂପ ହତେ ହବେ ।
ଓହା ତାହାର କୁଳଧର୍ମ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ନୟ ।

ଛନ୍ଦକ । ତାହାଲେ ଆମି ତୁମି ଓ ପ୍ରିୟତମା ଗୋପାକେ ଓ କି ଏକ ଦିନ ଏରୂପ
ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହତେ ହବେ ?

ତୋମାର ଯୌବନ କୁସୁମ ଝରିଯା ପଡ଼ିବେ ।

ବାସି ଫୁଲେର ମତ ପ୍ରିୟ ଉପେକ୍ଷିତ ହବେ । ।

ଏକାନ୍ତି ଯେ ରବେ ନା ।

ନିଠୋଳ କପୋଳ ତବ " " " "

ଭ୍ରମର କୁଣ୍ଡିତ କେଶ " " " "

ମୁକ୍ତାସମ ଦନ୍ତରାଜି " " " "

ଯୁବରାଜ ! ସଂସାରେର ସକଳ ଲୋକେରହି ଯୌବନ ଏକଦିନ ଜୁରାକର୍ତ୍ତକ
ଅଭିଭୂତ ହବେ । ଆପନି ଓ ଆପନାର ପିତାମାତା, ଗୋପା ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନ ସକଳକେହି

জরাগ্রস্ত হতে হবে, কেহ জরার হস্ত হতে বিমুক্ত হতে পারবে না। জীবের অন্য গতি নেই, সিদ্ধার্থ বললেন, হায়রে অনিত্য সংসার এ জন্যই লোকে যৌবনের এত গর্ব করে থাকে?

অনিত্য সংসার মাঝে কেহ কারো নয়রে আপন।

আপন আপন বল করে সকলি নিশার স্বপন।।

ভাই বন্ধু দারা সুত

কেবল পথের পরিচিত।

মায়ায় বাঁধা আছে সবে ভুলিয়া সে নিত্যধন।।

দু দিনের জন্য আসা

দু দিনের জন্য ভালোবাসা।

মিছে যদি কর আশা বৃথা যাবে এ জীবন।।

ছন্দক! মানব কতই অন্ধ ও নির্বোধ। তাদের বুদ্ধিকে ধিক্ যে তারা যৌবন মদে মত্ত হয়ে বার্কাক্য দেখতে পায়না, রথ ফিরাও। আজ আমি আর উদ্যান ভ্রমণে যাব না।

পরদিন বাহির হলেন, দক্ষিণ দিকেতে।

ব্যাধিগ্রস্ত লোক একটি পাইল দেখিতে।।

সিদ্ধার্থ তখন ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন।

ওকি দেখি ও সারথি রাজপথে পড়ে।

কেন বা লুটায় পড়ে ধূলার উপরে।।

চৌদিকে অনল বলে কাঁদে উচ্ছ্বরে।

হেরি এ বীভৎস দৃশ্য পরাণ বিদরে।।

ছন্দক! এ লোকটি স্বকীয় কুৎসিত মূত্র ও পূরীষ মধ্যে অবস্থান করছে কেন? গাত্র বিবর্ণ, ইন্দ্রিয় সব বিকল ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছে, অতি কষ্টে কালযাপন করছে ইহার কারণ কি?

দুরন্ত রোগের জ্বালা সহিতেনা পারে।

অস্থির হয়েছে লোকটি ছট্ ফট্ করে।।

প্রভু! দেহ মাত্রেরই রোগের অধীন। আমাদের দেহ এক একটা যন্ত্র বিশেষ, এই যন্ত্রের কোন অংশ বিকৃত হলেই প্রাণীগণ রোগগ্রস্ত হয়। সিদ্ধার্থ বললেন,

নাগ যন্ত্রণা বড়ই-দুঃখময়, এই রকম দুঃখ ভোগ করে জীবন ধারণে লাভ কি ?
না গিরাও, আজও আমি আর উদ্যান ভ্রমণে যাবনা ।

পরদিন বাহির হলেন পশ্চিম দিকেতে

চারিজনের কাঁধে মৃত পাইল দেখিতে ।

হৃন্দক! চার জন লোক ওকে কাঁধে করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ওর কি কোন
না হচ্ছে না? প্রভু একটি লোকের মৃত্যু হয়েছে, তাই তার আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহ
সংস্কার করার জন্য তাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে । মৃত্যু?

ওর কিবা নাই কিবা নাই

হস্ত পদ আছে তার " " " " "

চক্ষু কর্ণ দেখি তার " " " " "

অস্থি মাংস আছে তার " " " " "

হৃন্দক বললেন প্রভু ওর সবি আছে কিন্তু ।

প্রাণ বায়ু নাইরে

হস্ত পদ আছে বটে " " "

চক্ষু কর্ণ " " " " "

অস্থি মাংস " " " " "

প্রভু! প্রাণ দেহ ত্যাগ করে যাওয়ার নাম মৃত্যু যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে
ততক্ষণ দেহে কষ্টের অনুভব, প্রাণ দেহত্যাগ করে গেলে আর কষ্ট কি প্রভু?
শিদ্ধার্থ বললেন, এই মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার কি কোন উপায় নেই?
আহা! প্রিয়তমা গোপা, যার অদর্শনে পলকে প্রলয় জ্ঞান করি, সংসার অন্ধকার
দেখি, কত ভালবাসি, সেও কি একদিন রোগে এমনি বিলাপ করবে, অগায়
চলচ্ছক্তি হীন হবে, তার সেই সোনার অঙ্গ আওণে পুড়ে ভস্মীভূত হবে, উঃ কি
ঐশ্বর্য ভাবতেও যে হৃদয় কম্পিত হচ্ছে ।

জন্ম নিলে এই ভবে

সকলকে মরিতে হবে

অমর কেহ নাহিক রহিবে ।

দারা সুত পরিজন কেহ কারো নয় আপন
ছেড়ে একদিন যাইতে হইবে ।।

রঙ্গের খেলা ভেঙ্গে যাবে
আপন আপন বল কারে " " " "

দেখতে দেখতে দু'দিন পরে কেহ আপন হবেনারে ।

হৃন্দক! তুমি বললে প্রাণ দেহত্যাগ করে, দেহত্যাগ করে কোথায় যায়? প্রভু
আমরা মূর্খলোক তার কি জানি, তবে শুনেছি প্রাণ দেহত্যাগ করে পুনঃ জন্ম গ্রহণ
করে ও যার যেরূপ কর্ম সেরূপ ফল ভোগ করে ।

কর্ম ছাড়া নাই কিছু ভবে ।
কেবল কর্ম কর কর্ম কর পাবে ধর্মের ফল তবে ।।

কর্ম ভিন্ন ধর্ম কভু হয় নারে সাধন
বীজ ভিন্ন ক্ষেত্রে তরু হয় নারে যেমন ।
কর্মবীজ করিলে রোপণ ধর্ম তরুর ফল পাবে ।।

কর্মের মর্ম বুঝেনা যে জন
আকাশ কুসুম কল্পনা হয় ধর্ম উপার্জন ।
তরী নাই সে কিসে বল অকুল সাগর পার হবে ।।

প্রভু! সংসারে একবার জন্ম নিয়েছে যে, তাকে মরতেই হবে দুদিন
আগে আর পরে ।

এস নাই কেউ কোন কালে
চিরদিন বাঁচিতে ভবে ।
সন্ধ্যা হলে জীবন রবি অস্তাচলে যাবে ডুবে ।
দারা সুত পরিজন
কেহ কারো নয় আপন
যাবার বেলা সাথের সাথী কেউ কারো নাহি হবে ।।
মরিয়াছে মরিতেছে
মরবে যারা আছে বেঁচে
সময় হলে কেউ রবেনা তখন তোমার যেতে হবে ।।

তবে কেন হে অবোধ মন

মায়া ঘুমে আছ মগন

মোহনিদ্রা পরিহরি কর্ম পথে চল সবে ।।

প্রভু! জীবনের পরিনাম মৃত্যু । স্বর্গ, মর্ত্য রসাতলে যত জীব জন্ম নিয়েছে
সকলকেই এই একি নিয়মে একি পথে যাত্রা করতে হবে । ইহাই চিরন্তন প্রথা ।

এক হাতের তৈয়ারী যাওয়া এক জায়গায় ।

বাইবেল, কোরাণ, বেদ, পুরাণ একজনের মহিমা গায় ।।

হিন্দু বলে কৃষ্ণ কালি, মুসলমান কয় আল্লাহ বলি

বৌদ্ধ বলে বুদ্ধ বলি

খৃষ্টান বলে গড্ বলি

এসব শুধু মুখের বুলি এক ভিন্ন নাই দুনিয়ায় ।।

জন্ম নিলে এ সংসারে

বল দেখি কে না মরে

বেশ-কম কি আর ম'লে পরে কবরে শ্মশান খোলায় ।

হিন্দুর যা স্বর্গ সাব্যস্ত

মুসলমানের তাই বেহেস্ত

দ্বিজরাম বলে মধ্যস্থ যে যারে চায় তারে পায় ।।

প্রভু! রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই কর্মের অধীন ।

কর্মফলে কেহ কাঙ্গাল কেহ ধনীর ঘরে ।

কেহ জ্ঞানী কেহ মুর্থ কেহ স্বর্গপুরে ।।

মনুষ্য, অসুর, প্রেত, তির্য্যক ও নরকে ।

কর্মফলে যায় লোকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ।।

কর্ম করে থাকে প্রাণী তৃষ্ণার কারণে ।

সে তৃষ্ণা নিরোধ আমি করব এতদিনে ।।

প্রথম দিন জ্বরপি দুঃখ, দ্বিতীয় দিন ব্যাধিপি দুঃখ, তৃতীয় দিন মরণপি
দুঃখ বিষয় ভাবতে ভাবতে সারথিকে রথ ফিরাবার জন্য আদেশ দিলেন । ভাবলেন,
যার দেহ এরূপ নশ্বর, মূর্ত্তে যে দেহের পতন হতে পারে, তার আবার আমোদ
প্রমোদে কাজ কি?

পরদিন বাহির হলেন পূর্ব দিকেতে ।
 কপিল বসন ধারি একজন পাইল দেখিতে ।।
 কি সুন্দর সুঠাম শরীর ।
 কী, প্রশান্ত বদন মণ্ডল ।
 গৈরিক আবৃত অঙ্গে
 করে ধরি ভিক্ষা পাত্র
 ধীরে ধীরে হয় অগ্রসর
 কেবা ঐ জ্যোতিঃস্মর্য
 পুরুষ প্রবর ?

কি সুন্দর মূর্তি হের রাজ পথ ধারে ।
 গৈরিক বসন অঙ্গে তার ভিক্ষাপাত্র করে ।।
 কোথায় নিবাস তার কিবা কার্য্য করে ।
 উদার প্রশান্ত মূর্তি চলে ধীরে ধীরে ।।
 কেবা যায় কেবা যায়
 গায়ে দেখি কপিল বসন " " " "
 হাতে দেখি ভিক্ষা পাত্র " " " "
 কাঁধে দেখি ভিক্ষা ঝুলি " " " "
 ধীরে ধীরে পথ বেয়ে " " " "
 মাতা পিতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনে ।
 ছেড়েছে সকলে প্রভু মুক্তি অন্বেষণে ।।
 সন্যাসী যায়রে ।
 মুক্তি পথ অন্বেষিতে " "

প্রভু! লোকটি গৃহত্যাগী সন্যাসী, মাতা-পিতা; ভ্রাতা-ভগ্নি আত্মীয় স্বজন,
 ধন-সম্পদ সমস্তই বিসর্জন দিয়ে পরমার্থ চিন্তায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেছেন ।
 সিদ্ধার্থ বললেন, আমিও উহার ন্যায় সংসার ত্যাগ করব, আত্মদুঃখ ও জীবদুঃখ

বিমোচনোর উপায় খুঁজে বের করব । বলতে পার ছন্দক এ নশ্বর জগতে মানব
কিসের মায়া মোহে মুগ্ধ থাকে?

রূপ রস গন্ধ লাগি মন সদা অনুরাগী
কামনা আগুনে সদা জ্বলে পুড়ে মরে ।
সুবাস্য ইন্দ্রিয়গণ খাদ্য যোগায় অনুক্ষণ
প্রাণপনে তাহারা মনের সেবা করে ।।
যত বেশী পায় তত বেশী চায়
কামনা আগুন জুলিয়া উঠে ।

কামনা আগুন জুলিয়া উঠে
জীবগণ হৃদিমাঝে " " " "
রূপ, রস গন্ধলাগি " " " "

সেই আগুন সদা জ্বলে
রূপ রস গন্ধলাগি " " " "
কামনার দাবানলে দিবানিশি মন জ্বলে ।
বুঝিলাম এতদিনে অনিত্য সংসার ।
এ সংসারে আর কিছু নাই সং মাত্র সার ।।
এই যে টাকা এই যে কড়ি এই যে ঘরবাড়ী ।
যাবে কিরে সঙ্গে যেদিন যাবি যমের বাড়ি ।।
টাকা পয়সা ধন দৌলত সব রবে পড়িয়া ।
লেংটা এস লেংটা যাবি পথের কাঙাল হইয়া ।।
এই যে ছেলে এই যে মেয়ে এই যে সাধের বউ ।
যাবার বেলা সাথের সাথী হবে নারে কেউ ।।
তোষকাদি খাট পালঙ্ক সব রবে পড়িয়া ।
কেমন করে থাক্‌বি রে ভাই মাটিতে শুইয়া
যেদিন রে তুই জন্মের মত ভবে বিদায় হবি ।
লোহার সিন্দুকের চাবি কারে দিয়ে যাবি ।।
হাট বাজারে লোকে যেমন আগে পাছে যায় ।
কেহ আগে কেহ পাছে ফিরে পুনরায় ।।

আমি তোমার সঙ্গে যাব
সঙ্গে করে নাওনা মোরে " " " "

সঙ্গে করে নাও না
সীতাদেবীর মত আমায় " " " "

থাকব আমি তোমার কাছে ছায়ার মত পাছে পাছে ।।

না প্রিয়ে তোমার কুসুম তরুণ কোমল দেহ বনবাসের উপযোগী নয় । আমি
তোমায় অতুল ঐশ্বর্য্যবিভবে সুখী করব ।

আমি তোমা ধনে ধনী হব ।
অন্যধন চাই না নাথ " " " " "

অন্য ধন চাই না ।
তোমাধনে ধনী হব " " " "
সতী নারী পতিবিনে অন্যধন নাহি জানে ।।

পতিধন হতে সতীর জগতে
আর কি দেবতা আছে ।

ধর্ম অর্থ কাম স্বর্গ মোক্ষধাম
সবি তুচ্ছ পতির কাছে ।।

স্বামীর চরণ যে করে পূজন
পরম দেবতা জ্ঞানে ।

যাগযজ্ঞ ব্রত তীর্থ আদি যত
সার হয়ে পতির চরণে ।।

নাথ ! আমার পিতার গৃহে ধনসম্পদ, অতুল ঐশ্বর্য্য কিছুই অভাব ছিল
না । একমাত্র অভাব ছিল আপনার । সে জন্য আমার পিতামাতা আমাকে আপনার
হস্তে সমর্পন করেছেন । আপনি একাধারে আমার ।

অন্নদানে পিতৃসম রতি কালে পতি ।
পিণ্ডদানে পুত্রসম পরকালে গতি ।।
উপদেশে গুরুতুল্য সেবাতে দেবতা ।
রোগেতে ঔষধিসম বিপদেতে ভ্রাতা ।।

এমন স্বামীরে তুচ্ছ করে যেই নারী ।
অন্তিমতে নরকেতে গতি হবে তারি ।।

প্রিয়ে! বনবাসে গেলে অনেকদূর পথ হেটে যেতে হবে, গাছ তলায়
বাঁশতলায় শুয়ে রাত্রি যাপন করতে হবে । তা তোমার কুসুম তরুণ কোমল দেহে
সহ্য হবে না ।

তবসনে থাকি যদি ধূলা লাগে গায় ।
অগুরু চন্দন বলি জ্ঞান হবে তায় ।।
তবসনে থাকি যদি পাই তরুমূল ।
অন্য স্বর্ণগৃহ তার নহে সমতুল ।।
তবসনে থাকি যদি কুশ কাঁটা ফুটে ।
সর্বদুঃখ পাশরিব থাকিলে নিকটে ।।
তবসনে থাকি যদি পাই মনে দুঃখ ।
সর্ব দুঃখ পাশরিব হেরি চাঁদ মুখ ।।
তবসনে থাকি যদি কন্টক শয়নে ।
সর্ব দুঃখ পাশরিব শ্রীচরণ দর্শনে ।।

এই রকমে অনেক প্রকারে গোপাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে, বিফল
মনোরথ হয়ে, এমন কি প্রিয়তমা ভার্য্যা গোপাকে পর্য্যন্ত না জানিয়ে গৃহত্যাগে
কৃতসংকল্প হয়ে উদাস মনে কক্ষহতে কক্ষান্তরে ঘুরে প্রমোদ ভবনে এসে
দেখলেন, প্রমোদ ভবনের সুষুপ্তা নর্ত্তকীগণ ।

কেহ বা বিবস্ত্রা কারো অর্দ্রেক বসন ।
কাহার ও বিকট ভঙ্গি ঘূর্ণিত নয়ন ।।
ফনী বিনিন্দিত বেনী রহিয়াছে খোলা ।
বদন হইতে কারো পড়িতেছে লাল্লা ।।
দন্তে কড়কড় আর শব্দে নাসিকার ।
করিছে তাহার প্রাণে ঔড়িগ সঞ্চারণ ।।
দেখি এ বিভৎস-দৃশ্য প্রমোদ ভবনে ।
মহা ঘৃণা উপজিল ভাবিলেন মনে ।।

হায়! কি ঘণিত দৃশ্য যেই নারীরূপে
 এই মাত্র ছিল যেই কক্ষ আলোকিত,
 মুহূর্তে ঘটিল তার এ পরিণাম।
 আনন্দের রঙ্গভূমি উৎস উৎসবের,
 এই মাত্র ছিল যেই কক্ষ মনোহর
 মুহূর্তে হইল এই বিকট শ্মশান।
 এই নারী মোহ করি রেখেছে সংসার,
 ধিক্ ধিক্ করে রমণী সুখে ধিক্ শতবার।

একেত কুমারের মন উদাস ছিল, তার উপর জরাজর্জরিত ব্যাধি প্রপীড়িত
 ক্ষণ ভঙ্গুর জীবনের পরিণাম চিন্তা করে জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার সাগরে কোথায়
 শান্তিতরণী প্রাপ্ত হবেন, সেই চিন্তা করছেন, প্রতি মুহূর্তে সেই সদানন্দময় সন্যাসীর
 শান্তমূর্তি নিরীক্ষণ করে তাকে সংসার পারাবারের শান্তি-তরণী বলে মনে ধারণা
 করলেন। ভাবলেন এই অনিত্যতার মধ্যে সংসারের সুখদুঃখ হতে বহুদূরে অবস্থিত
 এই সন্যাস ব্রতই পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। এ উপায় অবলম্বন ভিন্ন
 অন্যপথে উদ্ধার নেই, এই চিন্তা করছেন এমন সময়ে সংবাদ আসল গোপা এক
 পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন।

গুনিয়া দূতের বাণী ভাবিলেন নৃপমণি
 জন্মিয়াছে নুতন নন্দন।
 আর কিছুদিন হায়রে থাকি যদি এসংসারে
 মায়াজালে করিবে বন্ধন।।
 রাহুরূপে পুত্র হায়রে গ্রাসিতে আসিল মোরে
 হবে না আর উদ্দেশ্য সাধন।।

সিদ্ধার্থ ভাবলেন, চন্দ্রকে যেমন রাহুগ্রাস করে সেইরূপ পুত্ররূপী রাহু এসে
 আমার উদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায় হচ্ছে। কাজেই সময় থাকতে প্রস্থান করা কর্তব্য।

চলিয়ে যাবরে
 মিছে মায়া ছেড়ে আমি " "
 সংশুধু এসংসারে " "
 আপন আপন বল কারে " "
 উদ্ধারিতে জীবগণে আজি আমি যাব বনে।

।। পিতৃ বিদায় ।।

সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হয়ে পিতৃ-অনুমতির জন্য পিতার নিকট গিয়ে বললেন, পিতঃ আমাকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিন এবং আশীর্বাদ করুন যেন সিদ্ধমনোরথ হয়ে আবার আপনাদের নিকট আগমন করতে পারি। মহারাজ শুদ্ধোধন পুত্রের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করে প্রথম কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন, অনেক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন।

হেন নিদারুণ বানী আনিও না
 মুখে বৎস। বৃদ্ধের জীবন ধন
 ভাঙ্গাবুকে বজ্রাঘাত করি
 করিওনা তুমি তারে ভস্মে
 পরিণত। মাতা তোরগেছে
 চলে ছাড়িয়ে আমায়,
 দেখে তোর মুখ, সব দুঃখ
 সব জ্বালা গেছে দূরে সরি।
 আঁধার এ হৃদি-মাঝে তুই
 মোর উজ্জ্বল আলোক।
 রাজ্যের ভূষণ তুই, তুইরে
 আশ্রয় মোর জরাজীর্ণ
 এই বৃদ্ধকালে।

কি শুনালি বাছাধন কি শুনালি মোরে।
 কেমনে ছাড়িয়ে যাবি অভাগা পিতারে।।
 এই অঙ্গ সুকোমল, কেমনে সহিবে বল।
 কঠোর সন্যাস ক্রেশ বিজন কান্তারে।।
 হেরে বাছা তোর মুখ ভুলেছি তোর মায়ের শোক
 বৃদ্ধকালে এমন বজ্র আনিস নারে শিরোপরে।।

কেমন করে ছেড়ে যাবি?

বৃদ্ধ পিতা মাতা তোমার	"	"	"	"
প্রাণ প্রিয়সি গোপা তোমার	"	"	"	"
সোনার চাঁদ রাহুল তোমার	"	"	"	"

বৎস!

কোন দুঃখে কিসের অভাবে
 প্রবজ্যা গ্রহণে তব হয়েছে
 বাসনা? সৌন্দর্য্য-ললাম এই
 শাক্যরাজ্য মম, অনুগত
 দাসদাসী, সোনার সংসার,
 গোপা বঁধুমাতা মম লাভণ্য প্রতিমা
 ননীৰ পুতুল সম শিশু সুকুমার
 অপত্য বৎসলা তব মাতা প্রজাবতী
 বৃদ্ধ পিতা আমি তব চির স্নেহময় ।
 কাঁদায়ে আমায়, কাঁদাইয়া সরলা
 মায়েরে তোর, দক্ষ করি গোপার
 হৃদয়, কেন সাধ যেতে বৎস
 ত্যজিয়ে সংসার? লহ দণ্ডভার
 লহ সিংহাসন, কোন প্রয়োজনে
 যেতে চাও ছেড়ে রাজ্য সুখ?
 পিতঃ! অসার সন্ডোগ সুখ, অনিত্য সকলি । দারাসুত
 আত্মীয় বান্ধব সকলি নশ্বর পিতঃ ।

মানব জীবন শুধু স্বপনের ছায়া
 কোথা বল নিত্য সুখ অনিত্য ধরায়
 তাই আজ যেতে চাই করিতে সন্ধান
 কোথা আছে নিরমল শান্তির আগার?
 কিসে নর পাবে পরিত্রাণ জন্ম, জরা,
 ব্যাধি মৃত্যু হ'তে ?

বাহাদর!

সন্যাসেতে যাবে কি কারণে
 ছেড়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতা সোনার চাঁদ পুত্রধনে ।
 জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি, জরা
 চিরন্তন জগতের ধারা
 নিয়তির এই লীলা-খেলা বৃথা চেষ্টা নিবারণে ।

বাসনার কারণে জন্ম
 না-বুঝে জীব করে কর্ম
 কর্মফল ভোগে জীবে কর্মচক্রের আবর্তনে ।।
 বৎস! ত্যাগ কর এ বাসনা তব
 যাহা চাহ দিব, যদি হয় সাধ্য
 মম, সাগর সৈঁচিয়া রত্ন
 এনে দিব তোরে ।
 চাহিওনা শুধু বৎস
 বিদায় তোমার । বৃদ্ধ আমি
 বাঁচিবনা তোমারে ছাড়িয়া ।
 যাহা চাহি দিবে পিতঃ?
 তা'হলে চাহ যদি গৃহবাসে রাখিতে
 আমায়, দাও পিতঃ বর চারি ।
 রোগের আশ্রয় নাহি হবে এই দেহ;
 এই দেহে বার্কাক্যের তিল মাত্র
 অধিকার নাহি রবে কভু ।
 মৃত্যু যেন কভু মোরে পরশিতে নারে
 না হইবে পুনঃ জন্ম এ-ভব সংসারে ।।

মৃত্যু যেন মম দেহে কদাচ না পশে,
 পুনঃ জন্ম না হয় যেন এ-ভব প্রবাসে
 জরা যেন নাহি মোরে করে আক্রমণ ।
 ব্যাধি কীট যেন মোরে না করে দংশন ।

পিতঃ! আছে মাত্র চারিটি অভাব,
 যদি পাই পিতার সদনে
 গৃহত্যাগে কভু না করিব,
 চিরকাল কাটাইব সেবি
 ওই চরণ পঙ্কজ ।

চির যুবা থাকব আমি এ-বাসনা মনে
 কভু যেন কষ্ট না পাই ব্যাধি আক্রমণে ।

মৃত্যু যেন কভু মোরে পরশিতে নারে
অক্ষয় অপার সম্পদ দাওগো আমারে ।।

দাওগো মোরে

অক্ষয় অপার সম্পদ	”	”
ব্যাধি শূণ্য করে পিতঃ	”	”
অমর করিয়ে রাজন	”	”
অফুরন্ত চির যৌবন	”	”

এই চারি বর দিলে পরে চির জীবন থাকব ঘরে ।।

বৎস! জন্ম জরা ব্যাধি-মৃত্যু বিধির বিধান

ত্রি-ভুবনে হেন সাধ্য কার ব্যতিক্রম
করিতে ইহার । অতি অসম্ভব পুত্র
প্রার্থনা তোমার । দেবের অসাধ্য
যাহা; কিরূপে তোমাতে তাহা
কবির প্রদান?

হেন অসম্ভব বর কেমন করে দিব
দেবের অসাধ্য যাহা আমি কোথা পাব ।।

আমি বাছা কোথায় পাব

বেদ পুরাণে পায়নি যাহা	”	”	”	”
মুনি ঋষি পায়নি যাহা	”	”	”	”

দেবের অসাধ্য যাহা কেমন করে দিব তাহা ।।

তাই যদি হয় পিতঃ দিতে হবে আজ
বিদায় পুত্রেতে তব । অন্তেষণে যাব
যেই ধন, সে-ধনের হলে অধিকারী
এনে দেব পিতার চরণে । পিতঃ, হতে
পারে এই দেহ পীড়ায় কাতর, জরায়
বিকল, কিম্বা শোকে মূহ্যমান ।

আজ যারে পুত্র বলে স্নেহভরে
চুম্বিছ বদন, কালবশে পিতঃ মৃত্যু যবে
লবে তারে টানি, কোথায় থাকিবে

স্নেহ? কোথা রবে রাজ-সিংহাসন?
 জীবের এ-দুঃখ নাশ কর্তব্য আমার ।
 বিদায়, অথবা তার উদ্ধার উপায়
 দুয়ের একটি মোরে করুন আদেশ ।

প্রস্তরে গঠিত পুত্র হৃদয়
 তোমার কেবা কবে শুনেছে
 কোথায়, রাজপুত্র ত্যজি রাজ্যসুখ
 ধরি ভিখারির বেশ, লয়ে করে
 ভিক্ষা পাত্র, অসার বলিয়া
 যায় ত্যজি সুখের সংসার
 তুমি গেলে চলে, যাবে রাজ্য ছারখারে
 শাক্য বংশ যশ-রবিহবে অন্তমিত ।
 সদ্যজাত পুত্রে তোর কে দেখিবে বল,
 গৌতমীয়ে এই শোকে কে দিবে
 সাত্বনা, লঙ্কীরূপা গোপা বধু
 ত্যজিবে পরাণ । তাই বলি
 হানিওনা বজ্র পুনঃ চাহিয়া বিদায় ।

পিতঃ কেন মিছে হতেছ হৃৎকল?
 আজ যারে পুত্র বলে স্নেহভরে
 চুম্বিছ বদন, কালবশে পিতঃ
 হতে পার পুত্রহীন এ বৃদ্ধ বয়সে
 তবে কেন রোধিতেছ পুত্রে তব
 মহা কার্য্য হতে? পিতঃ দাও
 অনুমতি, যাব আমি গৃহত্যজি
 জ্ঞান অন্বেষণে । বিতরিয়া
 এই বিশ্বে জ্ঞানের আলোক
 মানবের হৃদাকাশ করিব উজ্জ্বল ।

পিতঃ; আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন জরাব্যাদি মৃত্যুর হস্ত
 হতে মুক্ত হওয়ার উপায় উদ্ভাবন করতে পারি । এবং নিজে মুক্ত পুরুষ হয়ে

আপনাকে, স্নেহময়ী মা গৌতমীকে, সহধর্মিনী গোপাকে, শিশুপুত্র রাহুলকে, সাধের জন্মভূমিকে, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে যেন মুক্তি দান করতে পারি। পিতঃ আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সিদ্ধিলাভ করি, আমি যেন বুদ্ধ হই, আমি যেন মুক্তহই, আমি যেন জীব জগতের মুক্তির কারণ হই। এতদিনে রাজা শুদ্ধোধনের জ্ঞান নয়ন উন্মোচিত হল, তিনি দিব্য চক্ষু দেখলেন, সিদ্ধার্থ তাহার পুত্র নহে, তিনি তাঁহার পিতা নহেন, কপিলপুরী তাহার জন্মভূমি নহে, স্বয়ং ভগবান সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধন মানসে তাহার উরসে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে তাকে ধন্য করলেন। মনে পড়ল তাঁর মায়াদেবীর অপূর্ব স্বপনের কথা, মনে পড়ল বৃদ্ধ ঋষি কাল দেবলের কথা মনে পড়ল দৈবজ্ঞ কৌণ্ডিন্যের কথা, মনে পড়ল জম্বুবক্ষ তলে শিশু সিদ্ধার্থের অপূর্ব ধ্যানের কথা। শুদ্ধোধন মনে মনে চিন্তা করলেন-আমি কে? আমি তাঁর পিতৃরূপী ক্ষুদ্র মানব। আমার কি সাধ্য যে সেই ত্রি-ভুবন বরেণ্য মহামানবের ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হতে সমর্থ হই। আমি এত দিন মায়া মোহে মুগ্ধ ছিলাম, তাই তাঁকে জেনেও জানতে পারিনি। না জেনে পুত্ররূপী ভগবানকে সামান্য প্রমোদভবনে আবদ্ধ করে রাখতে যত্নবান হয়েছিলাম। এখন আমার নয়নের আবরণ খুলে গেছে, আমি জেনেছি পুত্র আমার জগতের কর্ণধার। দয়া করে আমার মত নগণ্য মানবের ঘরে জন্মগ্রহণ করে আমাকে বিশ্ববিশ্রুত করেছেন, তখন তিনি বললেন-

মনের বাসনা পুত্র হউক পূরণ

একান্ত আশীষ আমার করহ গ্রহণ

মনের বাসনা

পূর্ণ হউক পুত্র তব " "

একান্ত আশীষ আমার " "

বাসনা পূরণ করি আবার আসিও ফিরি।

যাব আমি পিতঃ জ্ঞান অবশেষে।

দাও পদ রজঃ শিরে।

দাও পদ রজঃ শিরে পিতঃ

দাও পদ রজঃ শিরে ।।

তখন সিদ্ধার্থ জন্মশোধ ভক্তিভরে পিতৃদেবের চরণ পদ্মরেণু মস্তকে ধারণ করে নয়নের জলে বক্ষ সিক্ত করে ধীরে ধীরে পিতার কক্ষ ত্যাগ করলেন । বৃদ্ধ রাজা স্তম্ভিতের মত, বজ্রাহতের মত, সংজ্ঞা লুপ্তের মত শয্যায় পড়ে রইলেন ।

রাজ ছত্র দণ্ড গৌতম বন্দিলেন শিরে

পিতার যুগল পদে প্রণিপাত করে

ধীরে ধীরে ধীরে যায়রে কুমার ।

প্রণমি যুগল পদে " " " " "

পাপী তাপী উদ্ধারিতে মুক্তি পথ অশেষিতে ।।

।। গোপার বিদায় ।।

পিতার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে, গোপা ও শিশু রাহুলকে শেষ দেখা দেখার জন্য গোপার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে ভাবলেন -

সুপ্ত এই রাজ পুরী । এই মোর

বিদায়ের কাল, হৃদি মোর

হয়োনো কাতর । দৃঢ় হও

পাষাণের মত, ছিন্ন কর মায়ার বন্ধন ।

ভাব তব এ দেহের কিবা পরিণাম

মনে কর কি নরক দৃশ্য তুমি দেখিছ নয়নে

যেই বিলাসিনীগণ কিছু আগে

করেছিল চিত্ত বিনোদন, লুটাইছে

ধূলি-শয্যায় নগ্নদেহ, বিগত চেতনা

মুখে সরিতেছে লালা, সুরা গন্ধে

এখনও আসিছে বমন ।।

কি জঘন্য দৃশ্য ভয়ঙ্কর! মায়াবিনী

রাক্ষসী তাহারা, মায়ায় মোঁহিত

করে মানবের মন । এ নরক

এখনি ছাড়িব । শেষ দেখা

দেখে যাই প্রিয়ারে আমার ।।

সিদ্ধার্থ দেখলেন গোপা তাঁর অতি আদরের তদগত প্রাণা, অতুলনীয় গোপা শিশু পুত্র রাহুলকে বক্ষে ধারণ করে, অঘোর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পালঙ্কোপরি শায়িতা আছেন। মনে করলেন জন্মশোধ পুত্রটিকে একবার বক্ষে ধারণ করবেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনের সেই ভাব পরিবর্তিত হল- ভয় হল, পাছে গোপা জেনে অনর্থ ঘটাবে, তাঁর মহানিষ্ক্রমণের পথে বাধা জন্মাবে। তাই তিনি মনের আশা মনে লুকিয়ে রাহুল-বক্ষে সুপ্তা গোপাদেবীর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন।

জন্মের মত যাই প্রিয়ে।

চোখের দেখা দেখিয়া।।

দেখে গেলাম সোনার চাঁদে তোমার বুকে ঘুমাইয়া।

জাগিয়ে উঠিবে যখন

বহুদূরে যাব তখন

বুঝে নিও কেন গেলাম বিদায় না লইয়া।।

বুঝে নিও গো

কেন বিদায় না লইলাম " " "

প্রাণ-প্রেয়সী গোপা আমার " " "

সোনার চাঁদ রাহুল আমার " " "

আমায় জন্মের মত বিদায় কর

এই দেখা জনমের দেখা " " " " "

আর-ত দেখা হবে না রে

সোনার চাঁদ রাহুল আমার " " " " "

এই দেখা জনমের তরে আরত দেখা হবে নারে।।

আমি আমার প্রেমিকা ও ননীর পুতুল শিশুকে কেমন করে ত্যাগ করে যাব। এঁদের যে বার বার দেখেও আমার সাধ মিটেছে না।

কেমনে ত্যজিব এই প্রেমের ভাণ্ডার

যত দেখি তত সাধ মিটে না আমার।

সাধ যে মিটে না

অনিমেষে চেয়ে আছি " " "

সাধ হয় আরো দেখি " " "

যত দেখি তত সাধ দেখা আমার হল বাঁধ ।

গোপা আমার প্রেম ভাণ্ড প্রেম মন্দাকিনী

গোপা আমার প্রেমের ভাণ্ড জীবন তোষিণী

প্রেম মন্দাকিনী জীবন তোষিণী প্রেম পাগলিনী গোপা ।

তোমা হতে প্রেম শিখেছি

তুমি আমার প্রেমের গুরু " " " "

জগতে এ প্রেম বিলাব প্রেমে জগত ভাসাইব ।।

প্রিয়ে, তোমাদের মাতা-পুত্রের এই ঘুমন্ত ছবিটি আমি চির-
দিন মানস নয়নে দেখবো । এই হবে আমার বনবাসের সম্বল ।

তোমার বুক জড়ানো যাদুমণির ছবিটি আঁকিয়া

পরাণ মাঝারে আমি রাখিব গাঁথিয়া

বনবাসের সম্বল ।

বিদায়ের ছবিখানি " "

বিদায়ের স্মৃতিটুক " "

চলিলাম চলিলাম ।

জন্মের মত ছেড়ে তোমার " "

স্মৃতিটুকু লয়ে তোমায় " "

প্রাণ-প্রেয়সী গোপা আমার " "

সোনার চাঁদ রাহুল আমার " "

এই বলে গোপার কক্ষ পরিত্যাগ করবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর
হতে লাগলেন ।

পুনঃ পুনঃ ফিরে চায় পরাণে মানে না হয়

নয়ন ধারা বহিতে লাগিল

নয়ন ধারার বিরাম নাই

শ্রাবণের ধারার মত " " " "

ঝরো ঝরো বহে ধারা " " " "

সিদ্ধার্থ তখন নিজের মনকে সম্বোধন করে বললেন-

আর একটি বার দেখি

জন্মের মত যাব চলে " " " "

পাষণ মন ফিরে চল " " " "

নিষ্ঠুর মন ফিরে চলে " " " "

বৈরাগ্য তখন সিদ্ধার্থকে সাবধান করতে লাগলেন ।

শিকল কেটেছ ভাই পুনঃ আর যেতে নাই

শিকল কাটা ওরে উড়া পাখী ।।

সুবর্ণ পিঞ্জরে বিহঙ্গ নিকরে

থাকিয়া পায়না সুখ গো

বন পানে মন ধায় অনুক্ষণ

উড়িয়া পায় সে সুখ গো

(সখা) উড়িয়া পায় সে সুখ ।।

উড়োনো পাখী খাঁচায় থাকে না ।

মনানন্দে উড়িয়ে বেড়ায় " " " "

বনে বাস ভালবাসে " " " "

উড়া পাখী উড়ে যাও

পাছে কেন ফিরে চাও " " " "

উড়া পাখী উড়ে যাও পাছে কেন ফিরে চাও ।।

তখন সিদ্ধার্থ বৈরাগ্যকে সম্বোধন করে বললেন ।

(আমার) প্রেম কমলিনী জীবন সঙ্গিনী

কেমনে ছাড়িয়া যাব গো ।

নুতন অতিথি নুতন শিশুটি

কেমনে ভুলিয়ে রব গো ভাইরে

কেমনে ভুলিয়ে রব ।।

কেমন করে ছেড়ে যাব

নুতন শিশুটি আমার " " " "

প্রাণ-প্রেয়সী গোপা আমার " " " "

সোনার চাঁদ রাহুল আমার " " " "

কেমন করে ছেড়ে যাব কেমন করে ভুলে রব ।।

তখন বিবেক সিদ্ধার্থকে বুঝাতে লাগলেন-

একদিকে এক গোপা অন্যদিকে লক্ষ গোপা

কোটি কোটি রাহুল কাঁদে ভবে ।

বিশ্ব-প্রাণী সকাতরে ডাকে তোমায় উচ্ছেঃস্বরে

কোথায় রলে দয়াল বলে ডাকে

এখন তুমি যাত্রা কর

নিষ্ক্রমণের সময় হল " " " "

মাহেন্দ্রক্ষণ বয়ে গেল " " " "

উর্দ্ধে দেখ ভগবন্ চেয়ে আছে দেবগণ ।।

না! আসিলাম কি কার্য সাধিতে

কেন মন হইল মোহিত ।

ফিরে এস লুপ্ত বীর্য্য মম ।

জেগে উঠ প্রসুপ্ত হৃদয় ।

অই শুন অশরীর বাণী

জানাইছে লক্ষ কণ্ঠে উঠে

আর্তনাদ, মোহের সাগর

হতে করিতে উদ্ধার ।।

না! আর না দাঁড়াব এথা

শেষ দেখা দেখে যাই প্রিয়ে,

মানবের উদ্ধার কারণ, চলিলাম

তোমারে ছাড়িয়া, চিরতরে

মায়াতরু করিয়া নির্মূল ।।

।। ছন্দক বিদায় ।।

সিদ্ধার্থ গোপার কক্ষ ত্যাগ করে প্রমোদ ভবনের মঙ্গল দ্বারে এসে সারথি ছন্দককে সুজাত কণ্টক অশ্ব সজ্জিত করবার আদেশ দিলেন । ছন্দক অশ্ব সজ্জিত করবার জন্য গমন করলে সিদ্ধার্থ ভাবলেন-

ভেঙ্গেছি মোহ-কারা, লভেছি পিতার সম্মতি ।

ভেবে দেখ মন এ সংসার মায়াজালে ঘেরা ।

মায়াজালে আছে ঘেরা এ ভব সংসার
 ঐ মায়াতে অন্ধ হয়ে ভাবে সব আমার আমার ।
 দারা সুত ইষ্ট-মিত্র এখন কেহ কারো নয়
 যাওয়ার বেলা ভবের খেলায় ওসব শুধু পড়ে রয় ।
 ভালবেসে কই ত শেষে কেউ ত সঙ্গে যায় না কার ।
 এসব পুতুল ঘরের খেলা করা দুদিন পরে শেষ
 কেবল দুদিন বসে হাসা কাঁদা দুদিন দেখতে বেশ
 মিছে শুধু আছি ভুলে ছায়াবাজী করে সার ।।

ছন্দক কণ্টক নামক সর্বোত্তম অশ্বটি সজ্জিত করে নিয়ে আসলেন এবং
 জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু! এত রাত্রে অশ্বারোহণে কোথায় যেতে মনস্থ করেছেন
 জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ছন্দক, এ সংসারে সবই অসার, সবই মায়াময় মরীচিকা ।

মায়ায় ভুলে কাটাইবি আর কতদিন
 দিন দিন হতে হবে মায়ার অধীন॥

ছন্দক ! আমি এই অনিত্য অসার সংসার ত্যাগ করে নিত্য সার সংসারের
 অন্বেষণে গহন কাননে প্রবেশ করব । এ সংসারে এত দুঃখ কেন, এ দুঃখের
 কারণ কি? দুঃখ নিরোধের উপায় কি? আমি ধ্যান বলে এই দুঃখ নিরোধের
 উপায় খুঁজে বের করব, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর জ্বালা রোধ করে জগতে শান্তিবারি
 বর্ষণ করব ।

জগতের শিব শান্তি করিতে পূরণ
 খুঁজিব সে মুক্তিপথ খুঁজিব নিৰ্বাণ ।।

সন্ন্যাসে যাব

অনিত্য সংসার ছেড়ে " "

মুক্তিপথ অন্বেষিতে জীবের দুঃখ ঘুচাইতে ।।

প্রভু! এই দুরূহ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন । বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোধন, স্নেহময়ী মা গৌতমী
 ও সরল প্রাণা গোপাদেবীর প্রাণে শোকের বাড়বানল জ্বলে দেবেন না, সদ্যজাত
 নবীন পুতুল রাহুলকে পিতৃ স্নেহে বঞ্চিত করবেন না, ধন-ধান্যে পরিপূরিতা

সোনার কপিলপুরী মহাশ্মশানে পরিণত করবেন না, রাজা আপনি কুবেরের ভাণ্ডার,
আপনার পূর্ণ যৌবন, অপূর্ণ বাসনা, ভূতলে অতুলনীয় রতি দর্পহারিনী গোপার
মত সুন্দরী ললনা, এসব পরিত্যাগ করে কোন দুঃখেতে এহেন তরুণ বয়সে বনে
গমন করবেন প্রভু?

রাজার নন্দন

রাজ আভরণ

ত্যজিয়ে রাজার ভোগ গো

কিসের অভাবে

সন্যাসী হইবে

কেমনে সহিবে দুঃখ গো সখা

কেমনে সহিবে দুঃখ ।।

কেমনে সহিবে তুমি ।

সন্যাসের কঠোর যন্ত্রণা " " "

এত কষ্ট কিসের কারণ?

কি অভাবে বনে গমন " " " "

কি অভাবে বনে যাবে?

ভাগিয়ে আনন্দের বাজার " " " "

রঙ্গভূমি করে শ্মশান " " " "

সোনার সংসারে জ্বালায়ে আগুণ " " "

যেওনা যেওনা ।

রঙ্গ-ভূমি করে শ্মশান " "

ভাগিয়ে আনন্দের বাজার " "

সোনার সংসারে জ্বালায়ে আগুণ " "

অনিশ্চিতের আশায় প্রভু " "

বেদ পুরাণে পায়নি যাহা কেমন করে পাবে তাহা ।।

সোনার সংসার আনন্দের বাজার

কি অভাবে ছেড়ে যাবে ।

যৌবন বাসনা রেখে অপূরণ

কেনরে সন্যাসী হবে॥

যে সুখের তরে জন্ম গাণ্ডারী

মানবে ওপস্যা করে ।

বিনা তপস্যায়

পাইয়াছ সব

তোমার সাধের ঘরে ।।

যেওনা ।

ভাঙ্গিয়ে আনন্দের বাজার

”

রঙ্গ ভুমি করে শ্মশান

”

সোনার সংসারে জ্বালায়ে আগুণ

”

অনিশ্চিতের আশায় প্রভু

”

ছন্দক! অনর্থক সময় নষ্ট করোনা, ভাই! আমি কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হবনা, আমার গৃহত্যাগ বহুদিনের প্রগাঢ় সুচিন্তা প্রসূত, এটা যৌবন সুলভ ক্ষণিক উত্তেজনা প্রসূত নয়। ভাই! তুমি আমার শৈশবের ধূলি-খেলার সাথী, কৈশোরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও যৌবনের আমোদ প্রমোদের একমাত্র প্রিয় সহচর। তুমি আমার অদ্যকার এই মহান কার্যের বিঘ্ন উৎপাদন করোনা। এই বলে সিদ্ধার্থ এক লক্ষ্যে অশ্ব আরোহণ করলেন। ছন্দক নয়নের জলে বক্ষ সিক্ত করে পদব্রজে সিদ্ধার্থের অনুসরণ করতে লাগলেন। সেই নিশীথে ক্রোজ্যদেশ, মল্লদেশ, বেনুবন প্রভৃতি অতিক্রম করে অতি প্রত্যুষে তাঁরা কপিলপুরী হতে ২৪ ক্রোশ দূরবর্তী অনোমা নদীর তীরে উপনীত হলেন। তখন সিদ্ধার্থ অঙ্গের আভরণাদি উন্মোচন করে ছন্দকের হাতে দিয়ে বললেন-ছন্দক! এই আভরণ, এই তরবারি, এই মুকুট, এই পাদুকা ও এই অশ্ব নিয়ে তুমি শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন কর।

দিও মুকুট জনকেরে

আভরণটি মায়ের করে

প্রাণের পুতুল রাহুলেরে তরবারি দিও!

গোপায় দিও এই পাদুকা

গোপা এইটি ভালবাসে ” ” ” ”

এই পাদুকা দিলে পরে রাখবে গোপা শিরে ধরে ।।

রুদ্ধ অশ্ব জলের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, ছন্দক আর থাকতে পারলেন না। উচ্ছেদে ক্রন্দন করে কাতর দৃষ্টিতে সিদ্ধার্থের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন-প্রভু আমার প্রাণ থাকতে আপনাকে একাকী রেখে গৃহে প্রত্যাগমন করতে পারব না। প্রভু, গত রাত্রের ঘটনা নিশার স্বপনসম অলীক বলে মনে ধারণা করুন। অশ্বারোহণে আবার কপিলপুরী প্রবেশ করে আপনার বিচ্ছেদকাতর মৃতপ্রায়

কপিলবাসীর অন্তরে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করুন ।

অনুরোধ আর করনা ছন্দক

ঘরে ফিরে আর যাব না ।

আমার স্মৃতি ভুলে যাওরে ভাই

আমার কথা ভেব না॥

জীবের দুঃখ সহে না প্রাণে

তাই এসেছি রাজ্য ছেড়ে অঘোর বনে

আমি মুক্তি পথ অন্বেষিব ভাই

ভবের দুঃখ রবে না ।।

জীবের দুঃখ সহে নারে ।

তাই এসেছি রাজ্য ছেড়ে " " " "

সহেনা সহেনা

জরা ব্যাধি মৃত্যুর জ্বালা " "

জীবের দুঃখ প্রাণসখা " "

হাহাকারে পূর্ণ ধরা জরা ব্যাধি মৃত্যু ভরা ।।

ফিরে যাও ভাই কপিলপুরে

এসেছি প্রতিজ্ঞা করে যাবনা ফিরে

চন্দ্র সূর্য্য লুপ্ত হবে ভাই

আমার কথা টলবে না ।।

ছন্দক! সুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

আমার! মস্তক উপরে বজ্র তণ্ডুলৌহপথে

প্রজ্জ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত,

তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন ।

শত পত্নী, শত পুত্র, শত মাতা-পিতা

দাঁড়ায়ে সম্মুখে যদি, শত মায়াবলে

করে অবরুদ্ধ পথ, নয়নের জলে
পূর্ণ হাহাকারে, তথাপি প্রতিজ্ঞা মম
পালিব নিশ্চয় ।

করিয়াছি পণ করে প্রাণপণ
মুক্তি পথ অন্বেষিব ।

সাধিতে নারিলে নৈরঞ্জনা জলে
এই দেহ বিসর্জিব গো ভাইরে
এই দেহ বিসর্জিব ।।

এই দেহ বিসর্জিব ।

নৈরঞ্জনা নদী জলে " " "
সাধিতে নারিলে নৈরঞ্জনা জলে " " "

না হইলে সাধন দিব দেহ বিসর্জন ।।
সুমেরু টলিতে পারে আমার কথা নাহি নড়ে
করিয়াছি আমি এই প্রতিজ্ঞা ভীষণ ।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ।

অস্তি চর্ম সার হইবে তবু কথা না নড়িবে ।।

প্রভু! যদি নিতান্তই আপনি আর কপিলপুরীতে ফিরে না যান, আমিও আর
সেই হতশ্রী রাজপুরীতে ফিরে যাব না, লক্ষণের মত আমি আপনার অনুগামী
হব । ছায়ার মত আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমি বনে বনে ঘুরব । আপনি ধ্যানমগ্ন
হলে লক্ষণের মত আমি গ্রহরী হয়ে থাকবো ।

রাম চন্দ্র বনে যেতে লক্ষণেরে নিল সাথে ।

আমায় সঙ্গে নেওনা প্রভু তুমি বনে যেতে ।।

আমি তোমার সঙ্গে যাব ।

সঙ্গে করে নেওনা মোরে " " " "

সঙ্গে করে নেওনা ।

লক্ষণের মত আমায় " " "

বিদায় আমায় দিওনা প্রভু ।

আমি যাব তোমার সনে " " " "

থাকব আমি তোমার কাছে ছায়ার মত পাছে পাছে ।।

ছন্দক! এই উচ্চ আশা মম করিতে দমন,

বৃথা চেষ্টা করে তুমি

করিও না অধর্ম সঞ্চয় ।

অই শোন মর্মভেদী

কাতর ক্রন্দনে জীব

বধিরিছে শ্রবণ যুগল ।

বিলম্ব না সহে প্রাণে আর ।

অনুরোধ আর কর না ছন্দক

আমি তোমায় সঙ্গে নেব না ।

মহৎ কাজে এমন করে ভাই

আমায় বাধা দিও না ।।

আমার এমন সোনার সংসার গোপার মত সুন্দরী ললনা

ছাড়িয়া এসেছি সবে ভাই

আর মায়া লাগাইওনা ।।

রাহুল নন্দন ছাড়িলাম ।

সিদ্ধকাম হব বলে " " "

ফেলে চলে আসিলাম ।

স্বর্ণ সিংহাসন আমি " " "

এমন সাধের প্রমোদ ভবন " " "

তুমি আমার খেলার সাথী ।

শৈশবের ধুলি খেলায় " " " "

কৈশোরের রঙ্গের খেলায় " " " "

যৌবনের প্রাণের সখা " " " "

এই কি তোমার স্নেহ করা মহৎ কাজে বিঘ্ন করা ।।

ছন্দক! আমি পামাণে বুক বেঁধে গৃহ হতে বহির্গত হয়েছি ।

এখন যদি শত শত রাহুল, সহস্র সহস্র গোপা, লক্ষ লক্ষ গৌতমী কোটি কোটি শুদ্ধোদন এসেও আমার সম্মুখে দাঁড়ায়, তবুও তাঁরা আমার গতিরোধ করতে সমর্থ হবে না । যদি চতুর্দশ ভূগণের আধিপতি মহা-রাজাধিরাজ সম্রাটের পদে কেহ এসে আমাকে নগণ করে, সেই বিপুল সাম্রাজ্য স্রোতে ভাসা তুণের মত

অতি অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ ও হেয় বলে মনে ধারণ করব । আমার প্রতিজ্ঞা সুমেরুর
মত অটল, সূর্য্যের মত স্থির এবং বজ্রের মত কঠিন ।

চন্দ্র সূর্য্য লুপ্ত হবে জোয়ার ভাটা না বহিবে

হতে পারে পৃথিবীতে এসব সম্ভব ।

আমার প্রতিজ্ঞা কিন্তু ব্যর্থ অসম্ভব ।

চন্দ্র সূর্য্য লুপ্ত হবে তবু কথা না নড়িবে । ।

শুনে দৃঢ় পণ প্রতিজ্ঞা ভীষণ

সারথি তখন বলে ।

দিওরে আমায় কপিল বসন

ভিক্ষা ভাণ্ড দিও গলে ।

চাহিয়া রহিব ।

তোমার পথ পানে সখা " "

যখনি আসিবে ফিরি নিও আমায় কোলে করি । ।

সিদ্ধ হয়ে আসব ফিরে ।

সিদ্ধি বিলাইতে নরে " " " "

এখন আমায় দাওগো বিদায় ।

হাসি মুখে প্রাণের সখা " " " "

ধুলি খেলার সাথী ভাইরে " " " "

মুক্তি পথ অন্বেষিতে " " " . "

জরা ব্যাধি ঘুচাইতে " " " "

সিদ্ধ হয়ে আসব ফিরে এখন বিদায় দাও ভাইরে । ।

মাতা পিতার চরণেতে প্রণতি জানাইও ।

ননীর পুতুল রাহুলেরে যতনে রাখিও ।

পুরবাসীগণে প্রীতি সম্ভাষণ कहিও ।

প্রেমময়ী গোপা আমার সান্ত্বনা করিও । ।

সান্ত্বনা করিও ।

উদাসিনী গোপা আমার " "

বৃদ্ধ পিতা- মাতা আমার " "

পুরবাসীগণে ভাইরে " "

সোনার চাঁদ রাহুলের " "

সোনার চাঁদ রাহুলের যতনে রাখিও ভাইরে ।।

বিদায় আলিঙ্গন তখন হৃদকেরে দিল ।

নয়ন জলে দুই বন্ধুর বক্ষ ভেসে গেল ।।

শোকের আবেগে কণ্ঠরোধ হল

বলিতে নারিল কথা ।

মনে মনে দোঁহে বুঝিয়া লইল

দোঁহার মনের কথা ।

সিদ্ধার্থ তখন অশ্বের পৃষ্ঠে হাত বুলাতে বুলাতে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন ।

আজি তুমি উচ্চ কার্য্য করিলে সাধন ।

মনের বাসনা তোমার হউক পূরণ ।।

এই বলিয়া কুমার তখন চলিতে লাগিল ।

হৃদক কণ্টক দোঁহে চাহিয়া রহিল ।।

চাহিয়া রহিল ।

হৃদক কণ্টক দোঁহে " "

যতদূর দৃষ্টি চলে " "

প্রভুর পথ পানে দোঁহে " "

কুমার যখন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন শোক জর্জরিত হৃদক কণ্টককে সাথে নিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কপিলাবস্তুর পথে ফিরে চললেন ।

সংসার বন্ধন করিয়ে ছেদন

রাজার নন্দন আজি ।

কর এই কল্পনা ।

প্রাণী বধ না করিবে	"	"	"
চুরি আদি না করিবে	"	"	"
পর দ্বার না সেবিবে	"	"	"
মিথ্যা কথা না কহিবে	"	"	"
সুরা পান না করিবে	"	"	"
মাদকাদি না সেবিবে	"	"	"

প্রেমানন্দে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ বল ।।

।। সমাপ্ত ।।